রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপণ

তারিখ: ১৮-৩-১৪০৫বাং/২-৭-৯৮ ইং

এস, আর, ও নং ১৩৯-আইন/৯৮-আইন/শ্রজ /শা-৯/৩(৮)/৯৭—Industrial Relations Ordinance. 1969 (XXIII of 1969) এর Section 37 (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্সংগে প্রকাশ করিল, যথা:—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	অভিযোগ মামলা	২১/৯৪
২।	অভিযোগ মামলা	১/৯৮
৩।	ফৌজদারী মামলা	১/৯৬

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

৪।	অভিযোগ মামলা	২২/৯৫
৫।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	৫৭/৯৭
৬।	আই, আর, ও, মামলা	৪৫/৯৬
৭।	আই, আর, ও, মামলা	২৮/৯৭
৮।	আই, আর, ও, মামলা	৭৬/৯৩
৯।	পি, ডব্লিউ, মামলা	১১/৯৬
১০।	অভিযোগ মামলা	১০/৯৭
১১।	আই, আর, ও, (আপীল) মামলা	২৭/৯৬
১২।	অভিযোগ মামলা	১০/৯৬
১৩।	অভিযোগ মামলা	৯/৯৬
১৪।	ফৌজদারী মামলা	১৩/৯৩
১৫।	অভিযোগ মামলা	৮/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বীর মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

শ্রম আদালত, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

উপস্থিত: জনাব মো: শওকত হোসেন

চেয়ারম্যান

শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব মো: ইসমাইল হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মো: কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ: ৮ই মার্চ, ১৯৯৮।

অভিযোগ মামলা নং ২১/৯৪

মো: মজিবর রহমান, পিতা মৃত রেশত শেখ,
সাং কাঠালবাড়ীয়া, পো: ও থানা- দুর্গাপুর, জেলা রাজশাহী।

প্রবেষ:- হজরত আলী খান, সাং বাঁশপুকরিয়া,
পো:- শিপপুর, থানা- পুঠিয়া, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাজশাহী জুট মিলস,
শ্যামপুর, পো: শ্যামপুর, জেলা- রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগন:- ১। জনাব মো: কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব মো: আবুল কাসেম (২), প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে আনীত মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে রাজশাহী জুট মিলে ২৯-৭-৭৫ ইং তারিখে টালি ক্লার্ক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং অতঃপর ৬-৮-৭৫ ইং তারিখে টাইম কিপার পদে এবং ১-৭-৮৪ ইং তারিখে উচ্চমান সহকারী (হিসাব) পদে পদোন্নতি পাইয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টিসহ সততা ও নিষ্ঠার সহিত চাকুরী করিয়া আসিতে থাকেন। অতঃপর প্রতিপক্ষ ব্যক্তস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে ২৩-৭-৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং-রাজুমি/প্রশা/ পি, এফ/৫৩ সূত্রে ৩,৩১৫'৩৫ টাকা অতিরিক্ত বিল প্রদানপূর্বক অর্থ আত্মসাতের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারীর নির্দেশ অনযায়ী ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখে জবাব দাখিল করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া দরখাস্তকারীকে উক্ত তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী যথাসময়ে তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হন কিন্তু দরখাস্তকারীর সম্মুখে প্রতিপক্ষ কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, কোন সাক্ষীকে জেরা করার সুযোগ দেন নাই এবং দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করেন নাই। উপরন্ত তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষ ছিল না। দরখাস্তকারী ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য ৩-৯-৯৪ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবর দরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ উক্ত তারিখ অপরাহ্নে দরখাস্তকারীর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করেন। অতঃপর দরখাস্তকারীকে গত ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং-রাজুমি/প্রশা/পি,এফ/৮১৪ মাধ্যমে চাকুরী হইতে বরখাস্ত (ডিসমিস) করেন। অতঃপর দরখাস্তকারী ১৫-৯-৯৪ ইং তারিখে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রতিপক্ষ বরাবর 'গ্রিভান্স' দরখাস্ত দায়ের করেন। তৎপর প্রতিপক্ষ ১-১০-৯৪

ইং তারিখে স্মারক নং-রাজুম/প্রশা/পি, এফ/১১৩৩ মাধ্যমে দরখাস্তকারীকে পুনঃ বহাল করিতে অপারগতার বিষয় জ্ঞাত করেন। প্রতিপক্ষের ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের রাজুম/প্রশা/পি, এফ/৮১৪ নং স্মারক সূত্রে দরখাস্তকারীকে তাহার চাকুরীকালীন সময়ের জন্য যাবতীয় আইনানুগ পাওনাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ করতঃ অফিস চলাকালীন যে কোন দিনে হিসাব বিভাগ হইতে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হইলেও অদ্যাবধি দরখাস্তকারীর পাওনা পরিশোধ করা হয় নাই। সুদীর্ঘ ১৯ বৎসর চাকুরীকালের জন্য কত টাকা পাওনা আছে তাহা জানিতে চাহিলে দরখাস্তকারীকে কোন জবাব প্রদান করা হয় নাই। প্রতিপক্ষের বরখাস্ত আদেশ অন্যায়, বেআইনী, এখতিয়ার বহির্ভূত এবং দেশের সকল প্রচলিত আইনের পরিপন্থি। দরখাস্তকারী উপরোক্ত অবস্থাধীনে তাঁহাকে বরখাস্তের তারিখ হইতে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশসহ চাকুরীকালীন সময়ের জন্য আইনানুগভাবে গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য পাওনাদি এবং যাবতীয় খরচ প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজিরপূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং জবাব পত্রে উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা করিবার আইনসংগত কোন কারণ নাই, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তামাদি দোষে দুষিত, আইনতঃ অচল এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনীত। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষের প্রকৃত মোকদ্দমা যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীনে টালী করণিক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া পরবর্তীতে সময় রক্ষক ও চলমান সহকারী হিসাবে পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি পাইয়া চাকুরী করিতে থাকেন। গত ২৩-৭-৯৪ ইং তারিখে স্মারক নং রাজুমি/প্রশা/পি, এফ/৫৩ এর মাধ্যমে ৩জন শ্রমিক যথা (১) মোঃ জামাল উদ্দিন, শ্রম নং ৬২৯৫, (২) রুস্তম আলী, শ্রম নং-৬৭০৩ এবং (৩) মোঃ কুদ্দুস, শ্রম নং-৬০৭২ সমূহের ভুয়া হাজিরা দেখাইয়া ১-৭-৯১ হইতে ২৩-১২-৯৩ ইং তারিখ সপ্তাহ শেষ পর্যন্ত জাতীয় মজুরী কমিশন ৯১ এর বকেয়া বিলে প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৩১৫.৩৫ টাকা এবং পরবর্তীতে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তে সঠিকভাবে নির্ধারিত ১,৮০৬.৪৫ টাকা আত্মসাতের জন্য ২৩-৭-৯৪ ইং তারিখে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। অতঃপর দরখাস্তকারী ২৬-৭-৯৪ ইং তারিখে জবাব দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দরখাস্তকারীকে উক্ত তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তদন্তের মাধ্যমে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ১,৮০৬.৪৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইনানুগভাবে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের রাজুম/প্রশা/পি,এফ/৮১৪ নং স্মারক সূত্রে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত (ডিসমিস) করা হয়। দরখাস্তকারী তৎপ্রেক্ষিতে গ্রিভান্স নোটিশ প্রদান করেন যাহা প্রতিপক্ষের কার্যালয়ে ১৮-৯-৯৪ ইং তারিখে গৃহীত হয়। দরখাস্তকারীর গ্রিভান্স পর্যালোচনা করিয়া বিবেচনা করার কোন অবকাশ না থাকায় তাহাকে চাকুরীতে পুনঃবহাল সম্ভব হয় নাই মর্মে দরখাস্তকারীকে গত ১-১০-৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং-রাজুম/প্রশা/পি, এফ/১১৩৩ মাধ্যমে অবহিত করা হয়। দরখাস্তকারীর প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতঃ দরখাস্তকারীকে তাঁহার যাবতীয় আইনানুগ পাওনাদি গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়, কিন্তু দরখাস্তকারী তাহা অদ্যাবধি গ্রহণ করেন নাই। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ভুয়া হাজিরা প্রদান ও কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে যথাক্রমে স্মারক নং-শ্রম/১১/৬২৫১, তারিখঃ ২৫-৬-৭৬, স্মারক নং-রাপাক/প্রশা/পি, এফ/২৭৬/২৫৩৭ তারিখ-২৫-১০-৭৬, স্মারক নং-রাপাক/প্রশা/পি, এফ/৬৭০ তারিখঃ ১০-৫-৮২ এর মাধ্যমে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতঃ ক্ষমার প্রেক্ষিতে সতর্ক করা হয় কিন্তু স্বভাবের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় দরখাস্তকারীকে অবশেষে আইনানুগভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে অতিরিক্ত জবাব দাখিলে উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারী উচ্চমান সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাহার কার্যকালীন সময়ের হিসাব বিকেএমসির নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে তাহার বিরুদ্ধে ভূয়া মজুরীসহ ছাড়পত্রের মাধ্যমে ৬ জন শ্রমিকের নামে মোট ৫,৫১৪·৬০ টাকা আত্মসাত করার তথ্য উদঘাটন হয়। উপরন্তু মিলের তদন্ত কমিটি কর্তৃক কল্যাণ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিয়া দেখা যায় দরখাস্তকারী ১৩ জন শ্রমিকের সহি জাল করিয়া ঋণ গ্রহণ করতঃ সর্বমোট ৭,৩৫০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। দরখাস্তকারীকে উক্ত আত্মসাৎকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। দরখাস্তকারী মিলের একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

বিচার্য বিষয়

১। বর্তমান মামলাটি আইনানুগভাবে রক্ষণীয় কি না?

২। মামলাটি তামাদি দোষে দুষিত কি না?

৩। দরখাস্তকারী প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কিনা?

৪। দরখাস্তকারী অন্য কোন প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয়-১

অত্র বিচার্য বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে কোন আপত্তি উত্থাপিত না হওয়ায় ইহা দরখাস্তকারীর অনুকূলে নির্ধারিত হয়।

বিচার্য বিষয়-২

স্বীকৃত যে প্রদর্শনী-৭, মূলে দরখাস্তকারীকে ৭-৯-৯৪ ইং তারিখের রাখুমি/প্রশা/পি, এফ/৮১৪ নং স্মারক পত্র সূত্রে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং দরখাস্তকারী ১৫-৯-৯৪ ইং তারিখে 'প্রতিকার' নোটিশ প্রতিপক্ষকে প্রদান করেন। প্রঃ ১০, সূত্রে আরও দৃশ্যমান হয় যে প্রতিপক্ষ 'প্রতিকার' নোটিশের উত্তর দরখাস্তকারীকে ১-১০-৯৪ ইং তারিখে প্রদান করেন এবং দরখাস্তকারী ৩১-১০-৯৪ ইং তারিখে অত্র অভিযোগ মোকদ্দমা দায়ের করেন। অভিযোগ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) এর বিধানে নির্ধারিত সময়ে আনীত হওয়ায় অত্র বিচার্য বিষয় দরখাস্তকারীর পক্ষে নির্ধারণ করা গেল।

বিচার্য বিষয়-৩ ও ৪।

উভয় বিচার্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনার জন্য একত্রে গৃহীত হইল। স্বীকৃত যে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মিলে ২৯-৭-৭৫ ইং তারিখে টালি ক্লার্ক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে ৬-৮-৭৫ তারিখে টাইম কিপার পদে ও ১-৭-৮৪ তারিখে উচ্চমান সহকারী হিসাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে প্রতিপক্ষ ৩,৩১৫·৩৫ টাকা আত্মসাতের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে বেআইনী ভাবে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনরূপ সুযোগ প্রদান না করিয়া এবং নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্ত না করিয়া চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর অভিযোগ অস্বীকার করেন। এবং দাবী করেন যে উল্লিখিত টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির মাধ্যমে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া শাস্তি প্রদান করতঃ আইনানুগ ভাবে বরখাস্ত করেন।

বিচারকালে দরখাস্তকারীর পক্ষে দরখাস্তকারী মো: মজির রহমান ১ নং সাক্ষী হিসাবে নিজ জবানবন্দী ও জেরা প্রদান করেন এবং প্রদর্শনী ১ হইতে ১১ দাখিল করেন, যাহা নিম্নরূপ: (১) নিয়োগ পত্র, (২) টাইম কিপার পদে পদোন্নতির আদেশ, (৩) উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতির আদেশ, (৪) অভিযোগ নামা, (৫) তদন্ত কমিটি বরাবরে দরখাস্তকারীর দাখিলী জবাবের অনুলিপি, (৬) ব্যক্তিগত শুনানীর নোটিশ, (৭) বরখাস্ত আদেশ, (৮) গ্রিভান্স পিটিশন, (৯) পোষ্টার রশিদ, ১০-১০(ক) গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব এবং (১১) চাকুরীতে যোগদানের আবেদন পত্র।

প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রতিপক্ষ মিলের মো: আবদুল আজিজ, প্রশাসনিক বিভাগে কর্মরত সহকারী এবং মো: লোকমান হোসেন, সিপনং বিভাগে কর্মরত কর্মচারী সাক্ষ্য প্রদান করেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে প্রদর্শনী ক হইতে ঞ দাখিল করা হয় যাহা নিম্নরূপ:—(ক) দরখাস্তকারীর নিয়োগপত্র, (খ) চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, (গ) তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, গ(১) অপর একটি তদন্ত প্রতিবেদন, (ঘ) বরখাস্ত আদেশ, (ঙ) দরখাস্তকারীর লিখিত জবাব, (চ) গ্রিভান্স পিটিশন, (ছ) গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব, (জ) আত্মসাৎকৃত টাকা জমা দানের নির্দেশ, (ঝ) ডাক রশিদ এবং (ঞ) সিপনং বিভাগে কর্মরত কর্মচারী লোকমান আলীর জবানবন্দী।

উভয় পক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দী, জেরা, প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করা গেল। স্বীকৃত যে, ৩,৩১৫·৩৫ টাকা অতিরিক্ত বিল প্রদানপূর্বক আত্মসাতের অভিযোগে প্রদর্শনী-৪ মূলে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং দরখাস্তকারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। প্রদর্শনী-গ(১) দৃষ্টে দেখা যায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রতিপক্ষ কার্যালয়ের স্মারক নং-বাজুম/প্রশা/পি, এফ/২০১৮ তারিখ ৭-৮-৯৪ সূত্রে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-৫ মূলে জবাব দাখিল করেন। প্রদর্শনী-গ(১) দৃষ্টে দেখা যায় দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির নিকট শুনানীতে হাজির হন এবং নিজ জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত স্বীকারোক্ত মতে উল্লেখ্য যে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষসমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই মর্মে দরখাস্তকারী দরখাস্তে যে অভিযোগ করেন তাহা যথার্থ নহে।

দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রতিপক্ষ মিল কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর অভিযোগ তদন্তে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির নিকট তাহার লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং শুনানীকালে হাজির থাকেন। তদন্ত কমিটির কোন সদস্য কোন ভাবে দরখাস্তকারীর স্বার্থ বিরোধী কাজে সংশ্লিষ্ট এ মর্মে তদন্তকালে কখনও প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নাই বা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ পেশ করা হয় নাই। তদন্ত কমিটির নিকট দাখিলী জবাবে দরখাস্তকারী অনুরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। আদালতে শুনানীকালেও অনুরূপ অভিযোগ প্রমানে কোনরূপ তথ্য প্রমানে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ দেখা যায় তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার বিষয়ে যে অভিযোগ তাহা যথার্থ নহে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আত্মসাৎকৃত প্রকৃত অর্থের পরিমাণ ১,৮০৬·৪৫ টাকা। প্রাথমিকভাবে ৩,৩১৫·৩৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনয়ন করা হয় এবং দরখাস্তকারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। শুনানীকালে তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মসাতকৃত অর্থের পরিমাণ

নিরূপনে বিভিন্ন পাতা হাজিরা পুনঃপরীক্ষা করেন এবং প্রকৃত অর্থ নিরূপন করেন। তদন্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করিয়া দরখাস্তকারী কর্তৃক আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমান ১,৮০৬·৪৫ টাকা নির্ধারণ করেন। দরখাস্তকারীর জবাব ও জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায় না যে উক্ত আত্মসাৎকৃত টাকার চুড়ান্ত হিসাব নিরূপনে তাহার কোন অভিযোগ রহিয়াছে। তিনি নিজ জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে বেতন কাঠামো '৯৩ অনুসারে বকেয়া বিল প্রদানে বিল প্রস্তুত কালে ভুলত্রুটি থাকিতে পারে এবং ভুলত্রুটি জনিত কারনে অতিরিক্ত প্রদানকৃত টাকা মিলের তহবিলে জমা দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় তদন্ত কমিটি ৩,৩১৫·৩৫ টাকার স্থলে ১,৮০৬·৪৫ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানের সমর্থনে রিপোর্ট দাখিল করেন। আলেখ্য-গ(১) পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর চাকুরীর নথি পত্র পর্যালোচনায় তাহা সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন এবং চাকুরীকালীন সময়ের জন্য যাবতীয় আইনানুগ পাওনাদি গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(৬) ধারার বিধানে শাস্তি প্রদানে কর্মচারীর অসদাচরনের গুরুত্ব এবং চাকুরীর পূর্ববর্তী বর্তমান বিবেচনার বিধান রহিয়াছে। আলেখ্য- গ(১) পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারীকে শাস্তি প্রদানে দরখাস্তকারীর চাকুরীর পূর্ববর্তী রেকর্ড পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিপক্ষ অতিরিক্ত জবাব দাখিলে উল্লেখ করেন যে দরখাস্তকারী উচ্চমান সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাহার কার্যকালীন সময়ের হিসাব বিজেএমসির নিরীক্ষা দল কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে ভুয়া মজুরীসহ ছাড়পত্রের মাধ্যমে ৬ জন শ্রমিকের নামে মোট ৫,৫৯৪·৬০ টাকা আত্মসাতের তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং মিলের তদন্ত কমিটি কর্তৃক মিলের কল্যাণ তহবিলের হিসাব নিরীক্ষাকালে দরখাস্তকারী কর্তৃক ১৩ জন শ্রমিকের সহি জাল করিয়া ঋণ গ্রহণ করত: সর্বমোট ৭,৩৫০·০০ টাকা আত্মসাতের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয় এবং দরখাস্তকারীকে উক্ত আত্মসাতকৃত টাকা ফেরৎ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রদর্শনী-ঝ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে দরখাস্তকারীকে অত্র মোকদ্দমায় আত্মসাৎকৃত ১,৮০৬·৪৫ টাকা এবং ১২,৯৪৪·৬০=১৪,৭৫২·০৫ টাকা মিলের তহবিলে পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তবে উল্লেখ্য যে ১২,৯৪৪·৬০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তকালে আনয়ন করা হয় নাই। ইহা পরবর্তীকালে আনীত এবং উক্ত অভিযোগ বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ সংগত কারনেই দরখাস্তকারী ছিল না। তবে উক্তরূপ অবস্থা দৃষ্টে দরখাস্তকারীর প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শনে ১৮ (৬) ধারার বিধানে বর্ণিত (Extenuating circumstances) প্রদর্শনের সুযোগ রহিয়াছে তাহা প্রতীয়মান হয় না। অনস্বীকার্য যে তদন্ত কমিটি কর্তৃক চুড়ান্ত নিরূপিত আত্মসাৎকৃত অর্থের পরিমান খুব বেশী নহে। কিন্তু হিসাব বিভাগে উচ্চমান সহকারী পদে তাহার কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে গুরুতর অসদাচরন। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ন সুযোগ প্রদানে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত-অন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হওয়ায় উল্লেখ রিপোর্ট প্রদান করেন। কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় এবং দরখাস্তকারীর অতীত চাকুরীর রেকর্ড পর্যালোচনায় বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রদান কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারাধীন। উক্ত বরখাস্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী গ্রীভান্স পিটিশন দাখিল করেন এবং কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর গ্রীভান্স পিটিশন পর্যালোচনায় বরখাস্ত আদেশ বহাল রাখেন। অত্র আদালতে বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল আদালত নহে। অত্র আদালতের নিকট শুধুমাত্র বিবেচ্য যে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনানীকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্তকালে নিরপেক্ষ এবং স্বাভাবিক বিচারের নীতি (Principles of natural justice) ক্ষুন্ন হইয়াছে কিনা (৪২ ডি, এল, আর, পৃষ্ঠা- ২১৭)। দরখাস্তকারী জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয় নাই এবং তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে নিরপেক্ষতার বিষয়ে অভিযোগ আনয়ন

করিলেও তাহা প্রমাণে সমর্থ হন নাই। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীকে অভিযোগ শুনানীকালে আত্মপক্ষ সমর্থনের পরিপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রভাব মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মূল বিষয় বস্তুর দিকে সুষ্ঠু ভাবে তদন্ত করিয়া উক্ত ১,৮০৬.৪৫ টাকা আত্মসাতের প্রমাণের সমর্থনে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দরখাস্তকারীর অপরাধ লঘু না হালকা করিয়া দেখার কোন যথোপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। ফলতঃ প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত আদেশ হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নাই।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয়,

অত্র মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে নামঞ্জুর করা হইল। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ বহাল রাখা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ১/৯৮

জাম মোহিদ্দিন, পিতা মৃত মোসেন আলী,
সাং ছোট বনগ্রাম, পোঃ সপুরা, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,

২। ব্যবস্থাপক (প্রশাসন),
মেসার্স উত্তরা ম্যানেজমেন্ট লিঃ পরিচালিত আজিজ ম্যাচ ফ্যাক্টরী,
সপুরা, পোঃ সপুরা, থানা ও জেলা রাজশাহী—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-৪, তারিখঃ ৯-৩-৯৮।

অদ্য মামলাটি বাদী পক্ষের ১৮-১-৯৮ ইং তারিখের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় জন্য হাজিরা প্রদান করেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব পুলিন বিহারী বিশ্বাস ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ মোনির দ্বারা কোর্ট গঠিত হলেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীর মামলা প্রত্যাহারের আবেদন শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। আবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন বাদী বিশেষ কারণে মামলা উঠাইয়া লইতে ইচ্ছুক বলিয়া প্রার্থনা করেন।

শুনিলাম। নথি দেখিলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর করা গেল।

অতএব,

আদেশ হয়,

বাদী অত্র মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারে।

মো: শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

ফৌজদারী কেস নং ১/৯৬

মো: আ: সাত্তার, পিতা মো: কেরু সেখ, সাং ফজলুল হক রোড গিরাজগঞ্জ,
সাধারণ সম্পাদক, গিরাজগঞ্জ জেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজি: নং রাজ-৮৯৯—বাদী।

বনাম

মো: রফিকুল ইসলাম (আকুল), পিতা মৃত সূর্য মিস্ত্রি,
সাং চরমাল, সাহাপাড়া, থানা ও জেলা গিরাজগঞ্জ,
সহ-সাধারণ সম্পাদক, গিরাজগঞ্জ জেলা ইমারত নির্মান শ্রমিক ইউনিয়ন—আসামী।

আদেশ নং ২৯, তারিখ: ৪-৩-৯৮।

অদ্য মামলাটি আসামীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানা থেকে প্রতিবেদন আসার জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী পক্ষে দীর্ঘ দিন যাবৎ অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষে আইনজীবি ও কোন আবেদন করেন নাই। সংশ্লিষ্ট থানা থেকে গমনের প্রতিবেদন আসে নাই। শুধু প্রাপ্তী স্বীকার পত্র ফেরৎ আসে। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ইসমাইল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

নথি দেখিলাম।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবীরে খারিজ করা গেল।

মো: শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং ২২/৯৫

বাদী : মো: আব্দুর রহিম, পিতা চান মিয়া সোপারী,
(কালু মিস্ত্রীর মোড়, জসিম ডাক্তারের বাড়ী), রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। সম্পাদক, দৈনিক বার্তা, রাজী ভিলা, রানীবাজার, রাজশাহী।

২। চেয়ারম্যান, দৈনিক বার্তা ট্রাষ্ট বোর্ড,
দৈনিক বার্তা ভবন, রাজী ভিলা, রানীবাজার, রাজশাহী।

প্রতিনিধি: জনাব আ: রাজ্জাক সরকার, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ২৯, তারিখ : ৮-৩-৯৮।

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী অদ্যও মামলায় কোন আবেদন করেন নাই। প্রতিপক্ষগন অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী অদ্যও সময়ের আবেদন করেন। বাদী অনুপস্থিত আছেন। মামলা শুনানীর পর্যায়ে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় মোভ করেন নাই। বাদীকে পুন: পুন: ডাকার পর উপস্থিত পাওয়া গেল না। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব পুলিন বিহারী বিশ্বাস ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব মো: সেলিম দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

বাদীর দরখাস্ত আদালতে পেস না হওয়ায় তাহা নামঞ্জুর করা গেল।

বাদী পক্ষে আর কোন তদ্বীর গ্রহণ করা হয় নাই।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদ্বীরে খারিজ করা গেল।

মো: শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ: ১। জনাব মো: ইসমাইল হোসেন, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মো: কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ: ৩রা মার্চ, ১৯৯৮।

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-৫৭/৯৭

১। মো: আ: রকিব, সভাপতি।

২। মো: আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক,
প্রস্তাবিত পঞ্চগড় জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চগড়—আপীলকারী।

বনাম

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—প্রতিপক্ষ (রেসপনডেন্ট)।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।

রায়

ইহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) ১৯৬৯ এর ৮(৩) ধারা মোতাবেক প্রস্তাবিত পঞ্চগড় জেলা বাস মিনি বাস শ্রমিক ইউনিয়ন, পঞ্চগড় এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক আনীত একটি অপীল মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে আপীলকারী পক্ষের মোকদ্দমা যে প্রস্তাবিত পঞ্চগড় জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন এর নিজস্ব এলাকার মধ্যে সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক কার্য সম্পাদন, জীবিকা নির্বাহ ও স্বার্থ সংরক্ষনে কাজ করার নিমিত্ত আইনানুগভাবে ১৯৯৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর এ প্রকাশিত গেজেট মতে উল্লেখিত পঞ্চগড় জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নটি গঠিত হয়। ইউনিয়নটি গঠিত হওয়ার তারিখ ১৫-৮-৯৭ এবং তাহার সদস্য সংখ্যা ১৩৬ জন। ইউনিয়নটি গঠিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রথম সাধারণ সভায় রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ে বাকী কাজ সম্পন্ন করার মানসে ২৬-৮-৯৭ ইং তারিখে পরবর্তী সাধারণ সভার তারিখ নির্ধারিত হয় এবং উক্ত তারিখে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭ ধারায় বর্ণিত শর্তাদি পূরণ পূর্বক আপীলকারী পক্ষ প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর ২৭-৮-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন পত্র জমা দেন। প্রতিপক্ষ উক্ত আবেদন প্রাপ্ত হইয়া কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার কার্যালয়ের ১১-৯-৯৭ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/প্র:/১৭১১ নং স্মারক মূলে তাহা সংশোধনের জন্য আপীলকারী বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। আপীলারী পক্ষ প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া পুনরায় রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রার্থনা করেন। প্রতি পক্ষের দপ্তর হইতে একজন সরকারী শ্রম পরিচালক সরেজমিনে আপীলকারী পক্ষের ইউনিয়নে কার্যালয় পরিদর্শন ও তদন্ত করিয়া সত্যতা নিরূপন করিয়া আসেন। আপীলকারী পক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজাদি যথা সদস্য ভর্তির 'ডি' ফরম, সদস্যদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি, জেলায় কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা বিষয়ে পঞ্চগড় জেলা মটর মালিক সমিতির দেওয় সার্টিফিকেট ইত্যাদি যথাসময়ে দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আপীলকারী পক্ষের প্রয়োজনীয় কাগজ সামিল করা সত্বেও এবং রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্তির সকল পরিপূর্ণতা ও যোগ্যতা থাকা সত্বেও গত ২৬-১০-৯৮ইং তারিখের স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/প্র:/৯৭/১৪৮৩ সূত্রে বেআইনীভাবে আপীলকারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। উক্ত আদেশে বিক্ষুব্ধ হইয়া আপীলকারী পক্ষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অত্র আপীল মোকদ্দমা করেন।

প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী পক্ষের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর উহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া কতিপয় ত্রুটি দেখিতে পান এবং অতঃপর তাহার দপ্তরের গত ১১-৯-৯৭ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/প্র:/৯৭/১৭১১নং স্মারক সূত্রে তাহা সংশোধনের জন্য আপীলকারী পক্ষকে অবহিত করেন। আপীলকারী পক্ষ উক্ত পত্রের সূত্রে উত্থাপিত আপত্তির কতিপয় সংশোধন করিয়া দেব, কিন্তু আপত্তি পত্রের ৫ নং আপত্তিতে উত্থাপিত আপত্তি অর্থাৎ পঞ্চগড় জেলায় কত জন বাস-মিনিবাস শ্রমিক আছে উহার সনদপত্র বি, আর, টি, এ, হইতে সংগ্রহ করিয়া দাখিল করিতে ব্যর্থ হন। আপীলকারী ইউনিয়নের নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা আছে কিনা তাহা নির্ণয়ে বি, আর, টি, এ, এর সনদপত্র আবশ্যক। আপীলকারী পক্ষ বি, আর, টি, এ, হইতে সনদপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে আপীলকারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাহার করেন। আপীল ধারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত পঞ্চগড় জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আদেশ যথার্থ কিনা তাহাই বিবেচ্য।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী, প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি এবং উপস্থিত বিজ্ঞ সদস্যগণের বক্তব্য শ্রবণ করলাম। শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষ প্রদর্শন-১ হইতে ১০(১) দাখিল করেন যাহা নিম্নরূপ :—(১) ১৫-৮-৯৭ ইং তারিখের প্রস্তাবিত পঞ্চগড় জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সাধারণ সভার কার্য বিবরণী, (২) ২৬-৮-৯৮ ইং তারিখের দ্বিতীয় সাধারণ সভার কার্য বিবরণী, (৩) কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা ফরম 'এন', (৪) সদস্যদের নামের তালিকা ফরম 'পি', (৫) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান, (৬) রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন পত্র ফরম 'বি', (৭) রেজিষ্ট্রার ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি পত্র, (৮) উত্থাপিত আপত্তি সংশোধন পত্র, (৯) রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান পত্র এবং (১০) সিরিজ পঞ্চগড় জেলা মটর মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পত্র ও প্রত্যায়ন পত্র।

স্বীকৃত যে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রদত্ত-মূলে ৫ দফা আপত্তি উত্থাপন করেন। প্রতিপক্ষ পক্ষে স্বীকৃতি যে আপীলকারী পক্ষ উক্ত প্রদঃ-৭এ উল্লিখিত ৫ নং দফায় বর্ণিত আপত্তি ব্যতিত অন্যান্য বিষয়ে আপত্তি নিষ্পত্তি করেন। প্রদঃ-৭ পর্যালোচনায় দেখা যায় ৫ দফায় বর্ণিত আপত্তি অর্থাৎ "পঞ্চগড় জেলায় বাস মিনিবাসে মোট কতজন শ্রমিক কর্মরত আছে উহার একটি প্রত্যায়ন পত্র বি, আর, টি, এ, হইতে দাখিল করিতে হইবে।" আলেখ্য-৯ অর্থাৎ রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান দৃষ্টে দেখা যায় উক্ত ৫ দফায় বর্ণিত আপত্তি নিষ্পত্তি না করার কারণে আপীলকারী ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী তাহার বক্তব্য উপস্থাপনকালে উল্লেখ করেন যে আপীলকারী ইউনিয়নটি বর্ণিত ৫ দফার আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য বি, আর, টি, এ, এর সহিত যোগাযোগ করিলে বি, আর, টি, এ, কর্তৃপক্ষ রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়নকে পত্র লিখার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং উক্তরূপ পরামর্শ মতে বি, আর, টি, এ, এর সনদপত্র সংগ্রহের জন্য আপীলকারী পক্ষ আলেখ্য—৮ মূলে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ উক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া এবং আপীলকারী পক্ষকে আর কোন সুযোগ প্রদান না করিয়া আপীলকারী ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে উক্তরূপ ৫ দফায় বর্ণিত আপত্তি নিষ্পত্তিতে আপীলকারী পক্ষের কোন ত্রুটি বা ইচ্ছাকৃত অবহেলা নাই। উপরন্তু তিনি উল্লেখ করেন যে উক্তরূপ আপত্তি নিষ্পত্তিতে বি, আর, টি, এ, এর প্রত্যায়ন পত্রের কোন আবশ্যকতা নাই। তিনি উল্লেখ করেন যে অধ্যাদেশের বিধান মতে আবশ্যকীয় শত অর্থাৎ প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ৩০% কিনা তাহাই বিবেচ্য এবং আপীলকারী পক্ষ নিরূপনে পঞ্চগড় জেলা মটর মালিক সমিতির প্রত্যায়ন পত্র আলেখ্য-১০(১) দাখিল করেন। আলেখ্য-১০(১) দৃষ্টে দেখা যায় যে পঞ্চগড় জেলায় বাস সংখ্যা ৫টি এবং মিনিবাসের সংখ্যা ৩০টি, সর্বমোট কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ২০০ জন। উল্লেখ্য যে ফরম 'পি' আলেখ্য-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় শ্রমিক সদস্য সংখ্যা ১৩৬ জন। আপীলকারী পক্ষের দাখিলকৃত

আলেখ্য-১০(১) অবিশ্বাস করার কোন সংগত কারণ দেখা যায় না। প্রতিপক্ষ পক্ষে ভিন্নতর কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই, যদদৃষ্টে বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, আপীলকারী ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা আশাকীয় ৩০% এর কম। অধ্যাদেশের বিধি বিধানের কোথাও উল্লেখ নাই যে উক্তরূপ সংখ্যা নিরূপনের একমাত্র ভিত্তি হি, আর, টি, এ, এর প্রত্যায়ন পত্র।

আদালতে উপস্থিত শিল্প সদস্যদের মতামত শ্রবন করা হয়। উপরের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা সত্বেও আপীলকারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান আইনানুগ বিবেচিত হয় না। ফলতঃ আদেশটি হস্তক্ষেপযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয়,

যে, অত্র আই, আর, ও, আপীল মোকদ্দমা দো তরফা সূত্রে মঞ্জুর করা গেল।

প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহীকে আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানের জন্য এতদমর্মে নির্দেশ প্রদান করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ

রায় প্রদানের তারিখ : ২রা মার্চ, ১৯৯৮।

আই, আর, ও, মামলা নং ৪৫/৯৬

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী—১ম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক,
শাহজাদপুর থানা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং রাজ-৩৭৮), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ—২য় পক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মোঃ সিরাজুল আলম, ১ম পক্ষের প্রতিনিধি।
২। জনাব সাইফুর রহমান খান, ২য় পক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ (অদ্য াবধি সংশোধিত) এর ১০(২) ধারার আনীত একটি মোকদ্দমা।

রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী পক্ষে মোকদ্দমা যে, ২য় পক্ষ শাহজাদপুর থানা রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (রেজিঃ নং রাজ-৩৭৮) শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ এর অধীন একটি নিবন্ধনকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এবং ইহার সংবিধান অনুযায়ী সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ২য় পক্ষ প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। অত্র ট্রেড ইউনিয়ন ১৯৮৮ সনে রেজিষ্ট্রেশন লাভের পর কার্যনির্বাহী কমিটির কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন নাই যাহা অধ্যাদেশের ৭(১)(ঞ) এবং সংবিধানের ২৪/২৫ ধারার বিধানের লঙ্ঘন। উক্ত বিধান লংঘিত হওয়ায় ২য় পক্ষের প্রতি গত ১০-৪-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৩২১ নং সূত্রে রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের নোটিশ জারী করা হয়, কিন্তু ২য় পক্ষ উক্ত পত্রের নির্দেশ বা উল্লেখিত অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা বা সংবিধানের বিধানমতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। উপরন্তু ২য় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটির ১৯৮২ সনে রেজিষ্ট্রেশনকালে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১০ জন কিন্তু পরবর্তীতে প্রতি বৎসর রিটার্ন দাখিলের সময় সদস্য সংখ্যা ১৯৮ জন দেখানো হয়। উক্ত বিষয়ে শাহজাদপুর পৌর-সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ২৬-১১-৯৫ ইং তারিখের পত্রে দেখা যায় শাহজাদপুর থানায় মোট রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা ১১০০ জন। ফলতঃ ২য় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনীয় ৩০% ভাগের কম হওয়ায় শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(১)(চ) ধারামতে ইউনিয়নটির নিবন্ধন বাতিল হওয়া আবশ্যক। ২য় পক্ষ অধ্যাদেশের উল্লেখিত বিধি লংঘন করায় নিবন্ধন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

২য় পক্ষ ওকালতনামাসহ হাজিরপূর্বক জবাব দাখিল করেন। ২য় পক্ষের মোকদ্দমা যে তাহারা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সকল নিয়মকানুন সততা ও যোগ্যতার সহিত প্রতি-পালন করিয়া আসিতেছেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭০০ জনের উর্ধে। ইউনিয়নের অভ্যন্তরে কোন দলাদলি এবং কলহ বিবাদ না থাকায় এবং নির্বাচন সম্পর্কে ইউনিয়নের সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে কোন উৎসাহ এবং আগ্রহ না থাকায় বিধি-মতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন নাই। অনুরূপ বিধি বিধান লংঘনের জন্য তাহারা দুঃখীত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। আইনের অজ্ঞতায় উক্তরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার প্রধান কারণ। ইচ্ছাকৃতভাবে আইন ভংগ করার কোনরূপ ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। পরবর্তীতে ইউনিয়নের অভ্যন্তরে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড শুরু করেন। নির্বাচন কমিশন গঠন পূর্বক আগামী ১০ই জুন '৯৭ ইং তারিখে নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করেন এবং নির্বাচনের ফলাফল আদালতকে অবহিত করার প্রতিজ্ঞা করেন। ২য় পক্ষের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জনাপূর্বক ৭০০ জন সদস্যের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নটির নিবন্ধন বহাল রাখা এবং অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের আদেশের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয়

১। ১ম পক্ষের অভিযোগমতে ২য় পক্ষ অধ্যাদেশের ৭(১)(ঞ) ধারার বিধান লংঘন করিয়াছেন কিনা?

২। ইউনিয়নটির নির্ধারিত ৩০% ভাগ সদস্য সংখ্যা আছে কি না?

৩। ১ম পক্ষ প্রার্থীত প্রতিকার পাইতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

১ম পক্ষের প্রতিনিধি, ২য় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী এবং উপস্থিত সদস্যদের বক্তব্য শ্রবন করা হয়। ১ম পক্ষে কোন কাগজ দাখিল করা হয় নাই। ২য় পক্ষ পক্ষের প্রদর্শন-ক হইতে ট সিরিজ কাগজ দাখিল করা হয়।

উভয় পক্ষের মোকদ্দমা পর্যালোচনায় দেখা যায় অধ্যাদেশের ৭(১)(চ) এর বিধান লংঘন এর বিষয়টি স্বীকৃত। তবে পরবর্তীতে তাহা প্রতিপালনে নির্ধারিত কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয় এবং তাহার তালিকা ১ম পক্ষকে সরবরাহ করা হয়। ১ম পক্ষের প্রতিনিধি বিষয়টি স্বীকার করেন।

১ম পক্ষ পক্ষে আরও একটি অভিযোগ করা হয় যে ইউনিয়নটির নির্ধারিত ৩০% ভাগ সদস্য নাই। ২য় পক্ষ জবাবে উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়নটির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭০০ জনের উর্ধে। সুতরাং ১ম পক্ষ পক্ষে দরখাস্তে উল্লেখিত মতে শাহজাদপুর থানায় মোট রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা ১১০০ জন এবং তন্মধ্যে ২য় পক্ষ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা ১৯৮ জন হওয়ায় নির্ধারিত ৩০% ভাগের কম হওয়ার কারণে ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলযোগ্য মর্মে যে দাবী করেন তাহা যথার্থ নহে। ২য় পক্ষ পক্ষে যে কাগজ দাখিল করা হয় তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে ইউনিয়নটির প্রয়োজনীয় সংখ্যার উর্ধে সদস্য সংখ্যা রহিয়াছে।

প্রাথমিকভাবে অধ্যাদেশের ৭(১)(ঞ) ধারার বিধান লংঘিত হইলেও পরবর্তীতে তাহা প্রতিপালিত হওয়ায় ২য় পক্ষের প্রত্যানীত অভিযোগ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিকোনে বিবেচনা করা যাইতে পারে। উল্লেখ্য যে, ২য় পক্ষ বিধান অনুযায়ী নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। অনুরূপ বিবেচনায় ১ম পক্ষের আবেদন অর্থাৎ ২য় পক্ষের নিবন্ধন বাতিলের অনুমতির প্রার্থনায় সংগত কোন কারণ বিদ্যমান দেখা যায় না।

অতএব, আদেশ হয়,

যে, অত্র আই, আর, ও মোকদ্দমা দোত্তরফা সূত্রে নামঞ্জুর হয়।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী

Members: 1. Mr. Md. Yunus Mia, for the Employer.
2. Mr. Md. Abdus Sattar Tara, for the Labour.

Date of delivery of Judgment—3rd March, 1998.

1. R. O. Case No. 28/97

Registrar of Trade Union, Rajshahi Division, Rajshahi—*Ist Party*.

Versus

President/General Secretary,
Marail Bazar Rickshaw & Van Sramik Union,
(Regn. No. Raj-1364).

Marail Bazar, Noagan-Bogra Road, Adamdighi, Bogra—*2nd Party*.
1. Mr. Abu Ahsan Karim, Representative for the Ist Party.
2. Mr. Mostafa Ahmed, Advocate for the 2nd party.

JUDGMENT

This is an I. R. O. Case U/S 10(2) of Industrial Relations Orddinance, 1969 for cancellation of Registration of the Trade Union namely, 'Marail Bazar Rickshaw and Van Sramik Union' of Marail Bazar, Noagan, Bogra Road under P. S. Adamdighi of Dist. Bogra.

The case of the Registrar, Trade Union in brief is that the 2nd party is a registered Trade Union having its Regn. No. Raj-1364 and according to rule 13 of the Industrial Relations Ruls 1977, the said Trade Union did not submit the general annual statement of 1995 and 1996 which is required to be submitted on or before 30th April of the year next following the year in respect of which the statement relates and for violation of said rules the registration of the opposite party Trade Union is liable to be rejected and thus the present case.

Opposite party appeared and contested the case by filing a written statement admitting th allegation of non compliance of the rule 13 of the Industrial Relations Rules, 1977. But it is stated that such violation has been made not for negligence but for ignorance and now it has been duly submitted on 8-7-97. It is also urged that no such mistake be committed in future & this beg for exemption.

POINT FOR DETERMINATION

Whether the 2nd party, Marail Bazar Rickshaw-Van Sramik Union, Regd. No. Raj-1364 is liable to be cancelled ?

FINDINGS AND DECISIONS

On consideration of the pleadings it is admitted that as per requirement U/R. 13 of the Industrial Relations Rules, 1977, the 2nd party Trade Union did not submit its general annual statement of 1995 and 1996 in due time. The submission of general annual report to the Ist party, Registrar, Trade Union on or before 30th April of the next following is a legal obligation and it is one of the causes as enunciated U/S. 10 (1) for cancellation of Registration U/S. 10 (2) of the Ordinance.

Legally it is a violation and the Registrar has valid ground for seek permission for cancelling the registration of the Trad Union in question.

But since the 2nd party Trade Union has with clear breast admitted the failure and committed to comply the provision in future, it can be excused for the Ist time.

Ld. members also agree with view.

Hence,

ORDERED

That the case be dismissed on contest against the 2nd party without cost. The Ist party is not accorded with permission to cancel registration of Marail Bazar Rickshaw and Van Sramik Union (Regd. No. Raj-1364), the 2nd Party, as a Trade Union.

Md. Shawkat Hossain
Chairman,
Labour Court, Rajshahi.

আই, আর, ও, মামলা নং ৭৬/৯৩

দরখাস্তকারী : দিনাজপুর সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৫০৯
পক্ষে:

১। মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাধারন সম্পাদক, সাং ভাটাপাড়া।

২। মোঃ সমজান আলী, সভাপতি, সাং রাজারামপুর, থানা কোতয়ালী, জেলা দিনাজপুর।

বনাম

প্রতিপক্ষ: ১। মোঃ আলাউদ্দিন ওরফে আলো, প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক, দিনাজপুর সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৫০৯।

২। মেসার্স আলহাজ বাদকল প্রোপ্রাইটর মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিতা মৃত আলহাজ মফিজ উদ্দীন সরকার, গ্রাম পূর্বপাড়া, থানা ও জেলা গাইবান্ধা।

৩। ম্যানেজার, দিনাজপুর সরকারী খাদ্য গুদাম (সি, এস, ডি), দিনাজপুর।

৪। মোঃ খোরশেদ আলম, প্রোপ্রাইটর, রাজিব এন্টারপ্রাইজ ১১০৭/এ, লাভ লেইন, চট্টগ্রাম।

প্রতিনিধি : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, ১ নং প্রতি পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং ৫৭, তারিখ ৪-৩-৯৮।

অদ্য মামলাটি চূড়ান্ত শুনানীর জন্য দিন ধার্য কাছে। বাদী পক্ষগন অনুপস্থিত আছেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী ও মামলায় কোন আবেদন করেন নাই। ১ নং প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ কৌশলী মামলায় হাজিরা প্রদান করেন। ২ ও ৩ নং প্রতিপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নই। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ইসমাইল হোসেন ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদী পক্ষকে পুনঃ পুনঃ ডাকার পর অনুপস্থিত পাওয়া গেল।

অতএব,

আদেশ হয়,

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবীরে খারিজ করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

রায় প্রদানের তারিখ : ৫ই মার্চ, ১৯৯৮।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ১১/৯৬

ফারুক আহমদ, পিতা শাহাদত আলী, সাং কসাইটুলি,
পোঃ মাহিগঞ্জ, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর—দরখাস্তকারী।

বনাম

মহা-ব্যবস্থাপক, আর, কে, মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পোঃ আলমনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব চিত্ত রঞ্জন বণিক, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এন, এম, কাইছারুজ্জমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি ১৯৩৬ সনের মজুরী প্রদান আইনের ১৫ ধারা আনীত মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ মহা-ব্যবস্থাপক, আর, কে, মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর মৌখিক আদেশে ১-৯-৮৮ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে নিরাপত্তা প্রহরী পদে মাসিক সর্বসাকুল্যে ৭৫০/-টাকা বেতনে চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন করিতে থাকেন। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের স্মারক নং-আর, কে, এম, এল/পি, এফ-৯৩/১৬৫ মোতাবেক নিয়োগপত্র লাভ করেন, তবে উক্ত নিয়োগ পত্রে ১-১২-৯২ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী দেখানো হয়। প্রকৃত পক্ষে দরখাস্তকারী ১-৯-৮৮ তারিখ হইতে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। দরখাস্তকারী আপত্তি জানাইলে কোন অসুবিধা হইবে না মর্মে দরখাস্তকারীকে আশ্বস্ত করা হয়। দরখাস্তকারীর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিপক্ষ ২৫-৮-৯৫ ইং তারিখ দরখাস্তকারী বেতন বৃদ্ধি করিয়া মাসিক বেতন সর্বসাকুল্যে ১২০০ টাকায় উন্নীত করেন যাহা ১-৯-৯৫ ইং তারিখ কার্যকরী করেন দরখাস্তকারী অসুস্থতার জন্য মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ ছুটির আবেদন করেন এবং অসুস্থ থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ তাহার স্মারক নং-৩৪৪ তাং ১৭-৪-৯৬ ইং মোতাবেক দরখাস্তকারীকে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করেন এবং দরখাস্তকারীর কৈফিয়ত তলব করেন। দরখাস্তকারী অসুস্থ অবস্থায় উক্ত কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ ১৫-৫-৯৬ তারিখে দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইবার নির্দেশ দিলে বরখাস্তকারী প্রহসনমূলক তথাকথিত তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হন। তদন্ত কর্মকর্তা দরখাস্তকারীকে কোন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর প্রদানের জন্য চাপ ও হুমকি দিতে থাকেন। দরখাস্ত-কারী চাপ ও হুমকির মুখে প্রহসনমূলক তদন্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেন। দরখাস্তকারী তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রদানের অনুরোধ করিলে দিব দিচ্ছি বলিয়া আর দেন নাই। দরখাস্ত-কারীকে পূর্বাহ্নে না জানাইয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বকেয়া বেতন, নোটিশ বেতন, ক্ষতিপূরণ, অর্জিত ছুটি ও উৎসব ছুটির বেতন প্রদান না করিয়া, ছাড়পত্র প্রদান না করিয়া সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। দরখাস্ত-কারী অতঃপর প্রতিপক্ষ বরাবরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে গ্রিভান্স দরখাস্ত প্রদান করেন। দরখাস্ত-কারীর বরখাস্ত পত্রে পাওনাদি লইবার নির্দেশ থাকিলেও প্রতিপক্ষ পাওনাদি প্রদান করেন নাই। দরখাস্তকারী বারবার আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। দরখাস্তকারীর চাকুরীচ্যুতি টার্মিনেশন বটে। দরখাস্তকারী ১৭-৪-৯৬ হইতে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ২ মাসের

বেতন, সরকার ঘোষিত ১২০ দিনের নোটিশ বেতন, প্রতি বৎসর ক্ষতিপূরন, ১ মাস অর্জিত ছুটি, প্রতি বৎসর ১ মাস অসুস্থতার ছুটি, ২৮ দিন উৎসব ছুটি প্রতি বৎসর ১০ দিন হিসাবে অভোগকৃত ছুটির বেতন পাইতে হকদার। দরখাস্তকারীর সর্বসাকুল্যে ২৯,৬০০ টাকা মজুরী প্রাপ্য বাবদ প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদানের অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রতিপক্ষ ওকালতনামা সহ অত্র মামলায় হাজির হন এবং দাবী করেন যে দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা করিবার কোন কারন নাই, দরখাস্তকারীর অভিযোগ আইন দ্বারা বাধিত। তিনি দরখাস্তকারীর যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং প্রকৃত বিবরণে উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারী গত ১-১২-৯২ ইং তারিখ হইতে আর, কে, মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এ নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে চাকুরী করিয়া আসিতে থাকাকালে গত ২৭-৩-৯৬ হইতে ৩১-৩-৯৬ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কাজে অণুপস্থিত থাকেন। অতঃপর ৩-৮-৯৬ তারিখ হইতে ৯-৮-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকেন। পরবর্তীতে ১১-৪-৯৬ তারিখে অনুপস্থিত থাকিয়া ১২-৪-৯৬ তারিখে শুধু খাতায় সহি করিয়া চলিয়া যায় এবং অনুপস্থিত থাকেন। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য ১৭-৪-৯৬ তারিখের পত্রমূলে দরখাস্তকারীকে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করিন দর্শাইতে বলা হয় কিন্তু দরখাস্তকারী উহার জবাব দাখিল করিলে তাহা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় দরখাস্তকারীর অপরাধের বিষয় ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করিয়া এবং তদন্ত কমিটি কর্তৃক দরখাস্তকারী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাকে আইনানুগভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারী একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এবং কারখানায় তাহার অতীত রেকর্ড মোটেও সন্তোষজনক নহে। দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত পত্রে তাহার পাওনাদি বুঝিয়া লইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা খারিজ যোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ টার্মিনেশন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না?

২। দরখাস্তকারী তফসিলে বর্ণিত টার্মিনেশন বেনিফিট পাইতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

উভয় বিচার্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্তহেতু আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য একত্রে গৃহীত হইল।

স্বীকৃত যে, দরখাস্তকারী শ্রমিক পক্ষের অধীন নিরাপত্তা প্রহরী পদে একজন স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন এবং অতঃপর দরখাস্তকারীকে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। দরখাস্তকারী উক্ত বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে পুনর্বহালের প্রার্থনায় ২৫(১)(ক) ধারার বিধানে গ্রিভান্স নোটিশ দাখিল করিলেও পুনর্বহালের দাবীতে অত্র আদালতে কোন মোকদ্দমা করেন নাই। তিনি ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারায় মোকদ্দমা আনয়ন করেন এবং উক্ত বরখাস্ত আদেশকে টার্মিনেশন গণ্যে টার্মিনেশন বেনিফিট ও অন্যান্য আইনানুগ পাওনা প্রদানের জন্য নির্দেশের প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারী আদালতে তাহার নিজ জবানবন্দী এবং অপর একজন সাক্ষী মোঃ মোসলেম উদ্দিন আহমদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-১ হইতে ৮ কাগজাত দাখিল করেন। তাহার দাখিলী প্রদর্শনী নিম্নরূপ: (১) নিয়োগপত্র, (২) বেতন নির্ধারণে দাপ্তরিক আদেশ, (৩) সাময়িক বরখাস্তসহ কৈফিয়ত তলব পত্র, (৪) তদন্ত কমিটিতে হাজির হওয়ার নোটিশ, (৫) বরখাস্ত আদেশ, (৬) গ্রিভান্স নোটিশ, (৭) পোষ্টাল রশিদ এবং (৮) অভিজ্ঞতার প্রত্যায়নপত্র।

প্রতিপক্ষ পক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই। তবে নিজ মোকদ্দমা সমর্থনে প্রদর্শনী-ক হইতে ট দাখিল করা হয় যাহা নিম্নরূপ: (ক) সাময়িক বরখাস্তসহ কৈফিয়ত তলবপত্র, (খ) দরখাস্তকারীর দাখিলী জবাব, (গ) তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হওয়ার নোটিশ, (ঘ) তদন্ত কমিটি গঠনে দাপ্তরিক নির্দেশ, (ঙ) তদন্ত রিপোর্ট, (চ) বরখাস্ত আদেশ (ছ) প্রত্যাহারপত্র, (জ) অভিযোগপত্র, (ঝ) কারন দর্শানো নোটিশ, (ঞ) সাময়িক বরখাস্ত আদেশ এবং (ট) নিয়োগপত্র।

উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়নে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তপূর্বক তাহাকে বরখাস্ত করা হয় ইহা দরখাস্তকারীর সাধারণ টার্মিনেশন আদেশ নহে। প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী ২৭-৩-৯৬ ইং তারিখ হইতে ৩১-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকেন এবং অতঃপর ১-৪-৯৬ ও ২-৪-৯৬ ইং তারিখ দায়িত্ব পালন করার পর ৩-৪-৯৬ হইতে ৯-৪-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত অনুরূপভাবে অনুপস্থিত থাকেন এবং ১০-৪-৯৬ তারিখে দায়িত্বপালন করার পর ১১-৪-৯৬ ইং তারিখ পুনরায় অনুপস্থিত থাকেন এবং ১২-৪-৯৬ ইং তারিখে এসে শুধুমাত্র খাতায় সহি করিয়া চলিয়া যান। উপরোক্ত অবস্থায় প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটায়। প্রতিপক্ষ ১৭-৪-৯৬ ইং তারিখের ৩৪৪ নং স্মারক মূলে দরখাস্তকারীকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে আরো উল্লেখ দেখা যায় যে ১৪-৪-৯৬ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর দ্বিতীয় স্ত্রী কারখানার প্রধান গেটে নিরাপত্তা প্রহরীর সহিত খারাপ ব্যবহার করেন। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-খ মূলে কর্তৃপক্ষ বরাবরে জবাব দাখিল করেন। উক্ত জবাব পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি অসুস্থতার কারণে উক্তরূপ সময়কালে অনুপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করেন। তবে জবাবের কোথাও উল্লেখ নাই যে তিনি উক্ত অসুস্থতার বিষয়ে পূর্বাহ্নে কোন ছুটি গ্রহণ করিয়াছেন কিংবা তাৎক্ষনিকভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়াছেন। উক্ত প্রদর্শনীতে আরও দেখা যায় যে তাহার স্ত্রী কর্তৃক খারাপ আচরণের বিষয়টিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত জবাবের পরেও কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে প্রদর্শনী-ঘ মূলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন এবং নিজ বক্তব্য প্রদান করেন। দরখাস্তকারী তদন্ত বিষয়ে অভিযোগ আনয়নে উল্লেখ করেন যে প্রতিপক্ষ প্রহসনমূলক তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং তদন্ত কমিটির চাপের মুখে তিনি সহি করেন। আদালতে সাক্ষ্য দানকালে দরখাস্তকারী উল্লেখ করেন যে তদন্তকালে জবাবে শুধু তিনি জী বলিয়াছেন এবং তাহার স্বাক্ষর লইয়াছেন। পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে কর্তৃপক্ষের নিকট কৈফিয়ত তলবের যে জবাব দাখিল করেন তাহাতেও তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবাব প্রদান করেন। তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি উল্লেখ করেন যে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য। অসুস্থতাজনিত কারনে অনুপস্থিত থাকার বিষয় তিনি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন কি না তৎমর্মে উল্লেখ করেন যে মৌখিকভাবে সিকিউরিটি ইনচার্জকে অবহিত করেন। কিন্তু মৌখিকভাবে অবহিত করার বিষয়টিও জবাবে উল্লেখ নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে ইতিপূর্বেও তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছিল। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় না যে ইহা একটি প্রহসনমূলক তদন্ত এবং তাহার প্রতি চাপ প্রয়োগে তাহার স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ দেখা যায় না। তদন্ত কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ না থাকায় তদন্ত কমিটি যে প্রতিপক্ষের কথামত তদন্ত করিবেন বা তদন্ত রিপোর্টে জোরপূর্বক দরখাস্তকারীর সহি গ্রহণ করিবেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন

করা হয়। এবং উক্ত সুস্পষ্ট অভিযোগের বিষয় একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্ত করা হয়। প্রদর্শনী-জ, ঝ পর্যালোচনায় দেখা যায় ইতিপূর্বেও দায়িত্ব পালনে অবহেলার কারণে দরখাস্তকারীকে দুইবার কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। দাখিলী কাগজাদী এবং আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্যাদি বিবেচনায় দেখা যায় প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্তপূর্বক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করতঃ আইনানুগভাবে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী উক্ত বরখাস্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদর্শনী-৬ মূলে কর্তৃপক্ষ বরাবর গ্রিভান্স নোটিশ প্রদান করেন। উক্ত গ্রিভান্স নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(ক) ধারার বিধানে প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিয়াছেন কি না তাহা সুস্পষ্ট নহে। তবে দরখাস্তকারীর পক্ষে অনুরূপ কোন অভিযোগ স্থাপন করা হয় নাই এবং উক্ত মোকদ্দমা আদেশে বিলুপ্ত হইয়া দরখাস্তকারী উল্লেখিত আইনের ২৫(খ) ধারায় কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই। ফলতঃ অত্র মঞ্জুরী প্রদান আইনের মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীর আইনানুগভাবে প্রদত্ত বরখাস্ত আদেশকে টার্মিনেশন গণ্য করার কোন অবকাশ দেখা যায় না।

দরখাস্তকারী তাহার প্রাপ্য মজুরীর একটি তফশীল দরখাস্তে প্রদান করেন, যাহা নিম্নরূপ—

১।	বকেয়া বেতন ১৭-০৪-৯৬ হইতে ১৬-০৬-৯৬ ইং পর্যন্ত	=২,৪০০·০০
২।	নোটিশ বেতন ১২০ দিনের	=৪,৮০০·০০
৩।	ক্ষতিপূরণ প্রতি বৎসর ১ মাস, ০১-০৯-৮৮—১৬-৬-৯৬ইং পর্যন্ত (৮ মাস)।	=৯,৬০০·০০
৪।	অর্জিত ছুটি প্রতি বৎসরে আনুমানিক ১ মাস(৮ মাস)	=৯,৬০০·০০
৫।	উৎসব ছুটি প্রতি বৎসরে ১০ দিন (৮০ দিন)	=৩,২০০·০০
	মোট=	২৯,৬০০·০০

তফশীলের ১ নং ক্রমিকে তিনি ১৭-৪-৯৬ হইতে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ২ মাসের বেতন বাদ ২,৪০০·০০ টাকা দাবী করেন। উল্লেখ্য যে, দরখাস্তকারীকে ১৭-৪-৯৬ ইং তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ১৬-৬-৯৬ তারিখে বরখাস্ত করা হয়। প্রদর্শনী-ক বরখাস্ত আদেশে "সাসপেনসন এ্যালাউন্স" প্রদানের বিষয়ে কোন আদেশ দেখা যায় না, যাহা শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(২) ধারার বিধানে দরখাস্তকারীর প্রাপ্য। দরখাস্তকারীকে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখে বরখাস্ত করা হয়। অর্থাৎ দেখা যায় ১৭-৪-৯৬ হইতে ১৬-৬-৯৬ তারিখ পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকেন এবং উক্ত সময়ের জন্য "সাসপেনসন এ্যালাউন্স" মর্মে বেতনের অর্ধেক প্রাপ্য। প্রদর্শনী-২ থেকে দেখা যায় দরখাস্তকারীর কোন ভাতা পে স্কেলে ৯৫৫·০০ টাকা থেকে ১২০০·০০ টাকায় নির্ধারিত করা হয়। প্রদর্শনী-১ দৃষ্টে দেখা যায় তাহার পূর্বরতী বেতনক্রম নির্ধারিত হয় যথাক্রমে মূল বেতন ৫১০·০০, স্থায়ী ভাতা ৪০১·১০ টাকা এবং ব্যক্তিগত ভাতা ৪·০০ টাকা প্রদর্শনী-২ সূত্রে পে স্কেলে তাহার বেতন ১২০০·০০ টাকা নির্ধারন হওয়ায় বরখাস্তকালীন ২ মাস সময়ের জন্য অর্ধগড় বেতন হিসাবে ৬০০×২=১২০০·০০ টাকা তাহার প্রাপ্য।

তফশীলে বর্ণিত ২ নং ক্রমিকে দরখাস্তকারী ১২০ দিনের নোটিশে বেতন বাবদ ৪,৮০০·০০ টাকা দাবী করেন। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীকে চাকুরীচ্যুত করায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(১)(বি) ধারায় বিনা নোটিশে অসদাচরনের অভিযোগে কর্তৃপক্ষের বরখাস্ত করার এখতিয়ার থাকায় উক্ত নোটিশে বেতন পাইতে দরখাস্তকারী হকদার নহেন। তফশীলের ৩ নং ক্রমিকে দরখাস্তকারী ১-৯-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ১ মাস হিসাবে ক্ষতিপুরন বাবদ ৯,৬০০·০০ টাকা দাবী করেন। পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে দরখাস্তকারী ১-৯-৮৮ ইং তারিখ হইতে চাকুরী করার বিষয়টি প্রদানে সমর্থ হন নাই। প্রদর্শনী-১ নিয়োগপত্র দৃষ্টে দেখা যায় তাহার চাকুরীর নিয়োগ কার্যকরী করা হয় ১-১২-৯২ তারিখ হইতে। ১-১২-৯২ তারিখ হইতে বরখাস্তকালীন সময় পর্যন্ত তাহার চাকুরীর মেয়াদকাল ৩ বৎসর ৬ মাস ১৫ দিন। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) (সংশোধিত) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ মতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে বরখাস্তকৃত কর্মচারী ১ বৎসরের অধিককাল চাকুরীতে কর্মরত থাকিলে প্রতি বৎসরের চাকুরীর জন্য এবং ৬ মাসের অধিককাল চাকুরীর অংশের জন্য ১৪ দিন হারে মুজুরী পাইতে অধিকারী। উপরোক্ত অবস্থায় দরখাস্তকারী ক্ষতিপুরণ হিসাবে ১৪ × ৪ = ৫৬ দিনের মোট বেতন ২,২৪০·০০ টাকা পাইতে হকদার। তফশীলের ৪ এবং ৫ নং ক্রমিকে দরখাস্তকারী অর্জিত ছুটি ও উৎসব ছুটির জন্য তাহার প্রাপ্য মজুরী দাবী করেন। কিন্তু তাহার উক্ত দাবী মজুরী প্রদান আইনে প্রদত্ত মজুরীর সংগাভুক্ত নহে। ফলতঃ উক্ত দাবীকৃত অর্থ মজুরী হিসাবে তিনি পাইতে হকদার নহেন।

উপরোক্ত অবস্থা বিবেচনায় দরখাস্তকারী "সাবসিসট্যান্স এ্যালাউন্স" বাবদ ১২০০·০০ টাকা এবং ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত ক্ষতিপুরন বাবদ ২,২৪০·০০ টাকা, সর্বসাকুল্যে ৩,৪৪০·০০ টাকা পাইতে হকদার।

অতএব, আদেশ হয়

যে, দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে আংশিক মঞ্জুর করা গেল।

বরখাস্তকালীন সময়ের জন্য "সাবসিসট্যান্স" এ্যালাউন্স হিসাবে ১২০০·০০ টাকা এবং ক্ষতিপুরন বাবদ ২,২৪০·০০ টাকা মোট ৩,৪৪০·০০ টাকা অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীকে প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি আদেশ দেওয়া গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মোঃ কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখঃ ১৩ই মার্চ, ১৯৯৮।

অভিযোগ মামলা নং ১০/৯৭

শফিকুল ইসলাম, পিতা মোঃ ফজলার রহমান,
সাং শিরাইল, পোঃ ঘোড়ামারা, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। চেয়ারম্যান ও প্রকাশক, দৈনিক বার্তা ট্রাষ্ট বোর্ড, রাজশাহী।
২। সম্পাদক, দৈনিক বার্তা।

উভয়ের ঠিকানা—রাজী ভিলা, রানীবাজার, পোঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী—

প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিঃ ১। জনাব মোঃ আবুল কাশেম (২), দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(গ) ধারায় আনীত একটি অভিযোগ মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষগণের অধীনে স্মারক পত্র নং দৈঃবা/সিপি-৫(৮৪)৯৫ তারিখ ৪-৭-৯৫ সূত্রে দৈনিক বার্তার চীফ রিপোর্টার (শ্রমিক) হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারীর সর্বসাকুল্যে মজুরী নির্ধারিত হয় ২,০০০ টাকা। নিয়োগ পত্র প্রাপ্তির পর হইতে দরখাস্তকারী সততা ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকেন। দরখাস্তকারী তাহার নিজ কর্মে কখনও কোন রূপ অবহেলা ও গাফিলতি প্রদর্শন করেন নাই। ২ নং প্রতিপক্ষ স্মারক নং দৈঃ বাঃ/ ১১৩(০৪)/৯৭ তারিখ ১৫-৮-৯৭ সূত্রে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও আইন শৃংখলা বিরোধী কাজের অভিযোগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দৈনিক বার্তার নাম করিয়া অর্থ ও অন্যান্য সুবিধাদি গ্রহণের মিথ্যা ও অনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া দরখাস্তকারীকে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করেন এবং তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী অভিযোগ অস্বীকারে জবাব দাখিল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ গঠন না করিয়া এবং অভিযোগের তদন্ত না করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া আক্রোশ ও প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করিয়া একতরফাভাবে স্মারক নং দৈঃ বাঃ ১১৬(০৫)৯৭ তারিখ ৭-৯-৯৭ সূত্রে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। প্রতিপক্ষের উক্তরূপ কার্যকলাপ দেশের সকল প্রচলিত আইন ও ন্যাচারাল জাষ্টিসের পরিপন্থি। উক্তরূপ আদেশে ট্রাষ্টি বোর্ডের কোন অনুমতি গ্রহন করা হয় নাই। দরখাস্তকারী রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের দৈনিক বার্তা ইউনিটের ইউনিট চীফ। দৈনিক বার্তার কতিপয় অনিয়ম অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও সাংবাদিকদের বকেয়া মজুরী প্রদানের দাবীতে দৈনিক বার্তা ইউনিটের ৫-৮-৯৭ ইং তারিখের সভায় আলোচনা অন্তে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মতে তিনি জেলা প্রশাসক, রাজশাহীর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেন। তিনি ২নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, স্বজন প্রীতি, স্বেচ্ছাচার ও সাংবাদিক নির্যাতনের অভিযোগ আনিয়া তাহার অপসারনের দাবী করেন এবং দৈনিক বার্তা ইউনিটের ইউনিট চীফ হিসাবে উক্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। দৈনিক বার্তার হিসাব নিকাশে গরমিল করা, সাংবাদিক কর্মচারীদের সংগে খারাপ ব্যবহার করা এবং কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে ১নং প্রতিপক্ষ ২নং প্রতিপক্ষ দৈনিক বার্তার সম্পাদককে ১৯৯৬ সালে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। ২নং প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে চাকুরীতে পুনর্বহাল হইতে সক্ষম হন। ২নং প্রতিপক্ষের ধারনা উক্ত সাময়িক বরখাস্তের পিছনে দরখাস্তকারীর হাত ছিল এবং তৎকারণে দরখাস্তকারীর প্রতি তিনি ভীষনভাবে ক্ষুব্ধ হন। উপরোক্ত কারণে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান না করিয়া দীর্ঘ দীনের আক্রোশ ও প্রতিহিংসার কারণে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেন। দরখাস্তকারী দরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর গ্রিভান্স পিটিশন প্রেরণ করেন এবং অতঃপর চাকুরীতে পুনঃবহাল আদেশ না পাওয়ায় পুনর্বহালের আদেশের জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রতিপক্ষের প্রতি আদালত মাধ্যমে নোটিশ জারী করা হয়। প্রতিপক্ষ পক্ষে মোকদ্দার হাজির না হওয়ায় মোকদ্দমাটি একতরফাভাবে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত হয়। একতরফা শুনানীকালে দরখাস্তকারী শফিকুল ইসলাম নিজ পক্ষে জবানবন্দী প্রদান করেন এবং প্রদর্শনী ১ হইতে ৭ দাখিল করেন, যাহা নিম্নরূপ:— (১) পোষ্টাল রশিদ, (২) নিয়োগপত্র, (৩) চাকুরী হইতে সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, (৪) কারন দর্শানো চিঠির জবাব, (৫) চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদানপত্র, (৬) গ্রিভান্স দরখাস্ত এবং (৭) ১২-৮-৯৭ তারিখে ইউনিট চীফ হিসাবে দরখাস্তকারীর প্রেরিত স্মারক লিপি।

প্রদর্শনী-৫ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরখাস্তকারীর জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও আইন, শৃঙ্খলা বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে আরও উল্লেখ থাকে যে দরখাস্তকারীর ৩রা সেপ্টেম্বর '৯৭ তারিখের লিখিত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ৭-৯-৯৭ ইং তারিখে উক্ত প্রদর্শনী চিহ্নিত স্মারক মূলে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। স্পষ্টত: প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিষয়ে কোন রূপ তদন্ত করা হয় নাই। ২ নং প্রতিপক্ষ নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া অভিযোগের বিষয় নিরপেক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত না করিয়া বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন, যাহা ক্ষমতার অপব্যবহার, এখতিয়ার বহির্ভূত এবং বেআইনী।

দরখাস্তকারী অভিযোগ করেন যে তিনি দৈনিক বার্তা ইউনিটের ইউনিট চীফ এবং দৈনিক বার্তার অনিয়ম, দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার ফলে ২ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তথ্য প্রতিমন্ত্রির বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে ২ নং প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আক্রোশে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন। প্রদর্শনী-৭ কাগজ দরখাস্তকারীর উক্তরূপ অভিযোগকে সমর্থন করে। প্রদর্শনী-৬ দৃষ্টে দেখা যায় দরখাস্তকারী যথারীতি গ্রিভান্স নোটিশ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রদান করেন এবং অতঃপর অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা তাহার নিজ জবানবন্দী এবং প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজাদি পর্যালোচনায় প্রমানিত হয়।

অতএব

আদেশ হয়,

যে অত্র মোকদ্দমা একতরফা সূত্রে মঞ্জুর করা গেল। দরখাস্তকারীর ৭-৯-৯৭ ইং তারিখের সূত্র নং দৈ: বা: ১১৬(০৫) ৯৭ বরখাস্ত আদেশ বেআইনী ঘোষনা করা গেল। প্রতিপক্ষকে অত্র আদেশ প্রাপ্তির ৪০ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনঃবহালের নির্দেশ প্রদান করা গেল। পক্ষগনকে জ্ঞাত করানো হইক।

মো: শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ : ১। জনাব মো: ইসমাইল হোসেন, মালিক পক্ষ।
২। জনাব মো: কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ ৯ই মার্চ/১৯৯৮।

আই, আর, ও, (আপীল) মামলা নং-২৭/৯৬

১। মো: আবুল কালাম, সভাপতি এবং
২। মো: মেরেওল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন, বদলগাছি, নওগাঁ—আপীলকারীগণ।

বনাম

১। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
২। মো: আবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক,
নওগাঁ জেলা বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন,
রেজি: নং রাজ-৮৪১—প্রতিপক্ষগণ।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব সাইফুর রহমান খান, আপীলকারীর পক্ষের আইনজীবি।
২। জনাব এস, এম, সাইফুদ্দিন আহমেদ, ১নং প্রতিপক্ষের প্রতিনিধি।
৩। জনাব মো: কোরবান আলী, ২নং প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা একটি শিল্প সম্পর্কীয় অধ্যাদেশ (অদ্যাবধি সংশোধিত) ১৯৬৯ এর ৮(৩) ধারায় আনীত আপীল মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে আপীলকারী পক্ষের মোকদ্দমা যে আপীলকারীগণ নওগাঁ জেলাধীন বদলগাছি থানা বেবী ট্যাক্সি ও অটো টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং উক্ত ইউনিয়নের সংবিধান মতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। উল্লেখিত এলাকাধীনে বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু শ্রমিকগণের মধ্যে সুষ্ঠু ও ন্যায় ভিত্তিক কার্যসম্পাদনে জীবিকা নির্বাহসহ তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণে গত ১০-১-৯৬ইং তারিখে ৪৯ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়নটির সাধারণ সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে "বেবীট্যাক্সি ও অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন" নামে একটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ইউনিয়নটির নিবন্ধনের জন্য শিল্প সম্পর্কীয় অধ্যাদেশের ৭ ধারায় বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আপীলকারীগণ গত ১৫-৫-৯৬ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবর আবেদন করেন। প্রতিপক্ষ তাহার কার্যালয়ের স্মারক নং-আরটিই/রাজ/৪৭১ তারিখ ১৬-৫-৯৬ ইংসূত্রে কতিপয় আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তাহা নিষ্পত্তির জন্য আপীলকারীগণকে অবহিত করেন। আপীলকারীগণ উক্ত স্মারক পত্র বিলম্বে অর্থাৎ ২২-৫-৯৬ইং তারিখে প্রাপ্ত হন এবং অতঃপর প্রতিপক্ষের কার্যালয়ে ৩-৬-৯৪ইং তারিখে উপস্থিত হইয়া সংশোধনাসমূহ প্রদান করিতে চাহেন ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আপীলকারীগণের আবেদন অগ্রাহ্য পূর্বক এবং তাহাদেরকে বক্তব্য প্রদানের কোন সুযোগ না দিয়া একচোখা নীতি অবলম্বনে আপীলকারী ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন ৩-৬-৯৬ইং তারিখের স্মারক পত্র নং-আর টি ই/রাজ/৫৬৭ তাং ইং ৩-৬-৯৬ নং সূত্রে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান পত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিপক্ষ আপীলকারী ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন না এবং ইহা ছিল তাহার পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত। যেহেতু অত্র আপীল মামলা।

প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী লিখিত জবাব দাখিল করেন। তাহার মোকদ্দমা যে আপীলকারী ইউনিয়ন ১৫-৫-৯৬ইং তারিখে নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেন এবং তাহা পরীক্ষান্তে ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য ১৬-৫-৯৬ ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৪৭১ নং স্মারক সূত্রে আপীলকারী-দরখাস্তকারী ইউনিয়নকে জ্ঞাত করেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত সংশোধনী ও প্রয়োজনীয় কাগজাদি জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আপীলকারী-দরখাস্তকারীগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ সংশোধনী বা কাগজাদি দাখিল করিতে ব্যর্থ হন এবং ফলতঃ সংগত কারণে ৩-৬-৯৬ইং তারিখের আরটিইউ/রাজ/৫৬৭ নং স্মারক সূত্রে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। উপরন্ত শিল্প সম্পর্কীয় অধ্যাদেশের ২৭-৯-৯৩ইং তারিখের সংশোধনী মোতাবেক প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির গঠন সঠিক নহে। আপীলটি খারিজযোগ্য।

পরবর্তীতে নওগাঁ জেলা বেবীট্যাক্সি ও ট্যাম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অত্র আপীল মোকদ্দমায় ২নং প্রতিপক্ষ মর্মে পক্ষভুক্ত হন এবং পক্ষভুক্তির পর লিখিত জবাব দাখিল করেন। অত্র প্রতিপক্ষের বক্তব্য যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি থানা ভিত্তিক সংগঠন এবং ১৯৮৩ সালের মটর ভ্যাহিকল অধ্যাদেশের ৫৭ ক্রম অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নটির গঠন আইন সিদ্ধ নহে এবং রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার নহে। অত্র প্রতিপক্ষ নওগাঁ জেলা বেবীট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত হইয়া নওগাঁ জেলা বেবীট্যাক্সি টেম্পু মালিক সমিতির সহিত মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন করতঃ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ও সংবিধানের বিধি বিধান পুরোপুরি মান্য করিয়া ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন এবং প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের ১৪(২) ধারার বিধান মতে প্রতি থানায় তাহাদের শ্রমিক ও সদস্যদের উন্নতি সাধনের জন্য শাখা অফিস স্থাপন করিয়াছেন। অনুরূপভাবে বদলগাছি থানায়ও তাহাদের শাখা অফিস রহিয়াছে। আপীলকারীগণ হীন স্বার্থে এবং অসৎ উদ্দেশ্যে নওগাঁ জেলা বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের কিছু সদস্যের নাম ব্যবহারে সম্পূর্ণ ভুয়া ও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের কিছু কাগজ তৈরী করিয়া রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অধিকাংশ সদস্য প্রতিপক্ষ ইউনিয়নের নিয়মিত সদস্য এবং প্রস্তাবিত ইউনিয়ন গঠনে তাহাদের কোন সম্মতি ছিল বা নাই। ১নং প্রতিপক্ষ আইনানুগভাবে আপীলকারী ইউনিয়নের নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আপীলটি খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১। আপীলকারীগণ নওগাঁ জেলাধীন বদলগাছি থানা বেবী ট্যাক্সি ও অটোটেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন এর রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার কি না?

২। প্রতিপক্ষ রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী এর ৩-৬-৯৬ইং তারিখের স্মারক পত্র বিধিসম্মত ও আইনানুগ কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষে প্রদর্শনী-১ হইতে ৯ দাখিল করা হয় যাহা নিম্নরূপ: (১) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের ১০-১-৯৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী (২) ১৫-১-৯৬ইং তারিখের ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী, (৩) ফরম 'এন' কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা, (৪) ফরম 'পি' সদস্য তালিকা, (৫) প্রস্তাবিত ইউনিয়নের সংবিধান, (৬) রেজিষ্ট্রেশন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনে রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পত্র, (৭) ত্রুটি সংশোধনে আপীলকারী পক্ষ কর্তৃক রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবর প্রদত্ত পত্র, (৮) রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান পত্র এবং (৯) বদলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র। প্রতিপক্ষে প্রদর্শনী-ক১ হইতে ঘ১ দাখিল করেন যাহা নিম্নরূপ:-(ক১) নওগাঁ জেলা বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি নং রাজ-৮৪১ এর ১৯৯৬ সালের বার্ষিক রিটার্ন, (খ১) নওগাঁ জেলা টেম্পু ও অটো রিকসা মালিক সমিতি (রেজি: নং রাজ-৮৩৯) এর সভাপতি কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র এবং (গ১) নওগাঁ জেলা বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক ইউ-নিয়নের সদস্য তালিকা।

স্বীকৃত যে আপীলকারী পক্ষ ১৫-৫-৯৬ইং তারিখে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশনের জন্য রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী বরাবর আবেদন করেন এবং প্রতিপক্ষ ১৬-৫-৯৬ইং তারিখে প্রদর্শনী-৬ মূলে আপত্তি উত্থাপনে আপীলকারী পক্ষকে অবহিত করেন। প্রতিপক্ষ পক্ষের মোকদ্দমা যে আলেখ্য-৬ এ উল্লেখিত ১৫ দিনের মধ্যে উত্থাপিত একটি সংশোধন না করায় ৩-৬-৯৬ ইং তারিখে আরটিইউ/রাজ/৫৬৭ নং স্মারক-মূলে আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। পক্ষান্তরে আপীল-কারী পক্ষ দাবী করেন যে, উত্থাপিত আপত্তি রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণের বিধান থাকিলেও প্রতিপক্ষ তাহা সাধারণ ডাকযোগে প্রেরণ করেন এবং আপীলকারী পক্ষ তাহা বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়া ৩-৬-৯৬ইং তারিখে আপত্তি নিষ্পত্তিক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আপীলকারীগণের আবেদন অগ্রাহ্য পূর্বক তাহাদেরকে বক্তব্য প্রদানের কোন সুযোগ না দিয়া এক চোখা নীতি অবলম্বনে আপীলকারী ট্রেড ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় আপীলকারী পক্ষ ১৫-৫-৯৬ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন প্রতিপক্ষের কার্যালয়ে দাখিল করিলে প্রতিপক্ষ ১৬-৫-৯৬ ইং তারিখে অর্থাৎ পরের দিনই আপত্তি উত্থাপনে আপীলকারী পক্ষকে সাধারণ ডাকযোগে স্মারক পত্র প্রেরণ করেন। আপীলকারী পক্ষ উল্লেখ করেন যে উক্ত স্মারক পত্র অর্থাৎ প্রদর্শনী-৬ তাহারা বিলম্বে পান কিন্তু কত তারিখে পান সুনির্দিষ্টভাবে তাহা উল্লেখে ব্যর্থ হয়। সাধারণ ডাকের খামটি এর সমর্থনে দাখিল করা হয় নাই। যুক্তি প্রদর্শনে উল্লেখ করা হয় যে সাধারণ ডাক হেতু তাহারা খামটি সংরক্ষণ করেন নাই। ৩-৬-৯৬ইং তারিখে সংশোধনী দাখিলের বিষয়টি প্রতিপক্ষ পক্ষে অস্বীকার করা হয় কিন্তু প্রদর্শনী-৭ পর্যালো-চনায় দেখা যায় উক্ত আপত্তি নিষ্পত্তির আবেদন যাহা আলেখ্য-৭ মূলে দাখিল করা হয়

তাহা প্রতিপক্ষের কার্যালয়ে ৩-৬-৯৬ইং তারিখে গৃহীত হয়। এর সমর্থনে আলেখ্য-৭ এ প্রতিপক্ষের কার্যালয়ের সীল স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(১) ধারা মতে ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন বরাবর দাখিলের বিধান এবং উল্লেখিত ১৫ দিন আপত্তি প্রাপ্তির তারিখ হইতে কার্যকরী। এক্ষেত্রে আপীলকারী পক্ষ আপত্তি কবে পাইয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নাই। বিলম্বে আপত্তি পত্র পাওয়ার বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব আপীলকারী পক্ষের। সাধারণত রাজশাহী থেকে নওগাঁ জেলাধীন বদলগাছি থানায় সাধারণ ডাকযোগে ন্যূনপক্ষে দুই দিনের ব্যবধানে পত্র পাইতে পারে। এক্ষেত্রে ১৬ তারিখের ডাক ১৯ তারিখে বিলি হইতে পারে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৯৬ সালের বর্ষপঞ্জি পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৬-৫-৯৬ ইং তারিখ বৃহস্পতিবার এবং ১৯-৫-৯৬ইং তারিখ রবিবার। উক্ত সময়কালে অর্থাৎ ১৭-৫-৯৬ইং তারিখ শুক্রবার সরকারী সাধারণ ছুটি ছিল। ১৬-৫-৯৬ইং তারিখে প্রকৃতই ডাকে প্রদান করিলে ১৯-৫-৯৬ ইং তারিখে বিলি হইতে পারে। তবে স্মারক পত্রে ১৬-৫-৯৬ইং তারিখ উল্লেখ থাকিলেও ১৬-৫-৯৬ ইং তারিখে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ডাকে দেওয়ার বিষয়টি সন্দেহ জনক। পুনঃ উল্লেখ্য যে আবেদন পত্র দাখিল হয় ১৫-৫-৯৬ইং তারিখে। প্রতিপক্ষ তাহাতে উল্লেখ করেন যে দরখাস্ত এবং দরখাস্তের সংগে সংযুক্ত কাগজাদি পরীক্ষান্তে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশোধনের জন্য প্রদর্শনী-৬ প্রদান করা হয়। আপীলকারী পক্ষের আবেদন পত্র ও কাগজাদি পর্যালোচনা এবং আলেখ্য-৬ প্রস্তুত পূর্বক ১৬-৫-৯৬ ইং তারিখে ডাকে প্রদানের বিষয়টি অস্বাভাবিক প্রতীয়মান হয়। স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয় যে ১৬-৫-৯৬ইং তারিখ স্মারক পত্র প্রস্তুত হইলেও উক্ত পত্রটি ডাকে প্রেরণের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে। ১৬-৫-৯৬ ইং তারিখে উক্ত পত্র প্রদর্শনী-৬ ডাকে প্রেরিত না হইলে ১৯-৬-৯৬ ইং তারিখে তাহা আপীলকারীগণের উপর বিলি হওয়া সম্ভব নহে। এক্ষেত্রে ১৯ তারিখের পরে বিলি হওয়ায় বিষয়টি অস্বাভাবিক নহে। প্রদর্শনী-৬, ১৯ তারিখে বিলি হইলে ৩-৬-৯৬ইং তারিখ পর্যন্ত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(১) ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মেয়াদ থাকে। কিন্তু দেখা যায় ৩-৬-৯৬ইং তারিখে আলেখ্য-৭ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান আদেশ প্রদান করা হয়। আলেখ্য-৭ পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশ ২ তারিখে প্রস্তুত করা হয় এবং ২ তারিখে স্বাক্ষর করা হয়। স্বাক্ষরের স্থলে তারিখ ২এর পরিবর্তে ৩ লেখা হয়। অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে প্রত্যাখ্যান আদেশ পত্র প্রস্তুত করা হয়। দেখা যায় প্রতিপক্ষ অপর কোন পক্ষের তৎপরতায় আপীলকারী পক্ষের আবেদন বিবেচনার বিষয়ে সময়-সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অত্যন্ত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যাহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৮(১) ধারায় প্রদত্ত বিধানের বরখেলাপ এবং আইন ও স্বাভাবিক বিচারের পরিপন্থি।

আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নের নাম থানা বদলগাছি বেবী ট্যাক্সি ও অটো টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়ন। আপীলকারী পক্ষ ইহার সদস্য সংখ্যা ৪৯ জন দাবী করেন এবং তৎ সমর্থনে প্রদর্শনী-৪ দাখিল করেন। উক্ত প্রদর্শনী-৪ তাহাদের দাবীকৃত সদস্য সংখ্যাকে সমর্থন করে। উক্ত সংখ্যা শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ৭(২) এর বিধান মতে মোট কর্মরত শ্রমিক সংখ্যার ৩০% কিনা তদমর্মে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ দেখা যায় না। আপীলকারী পক্ষ প্রদর্শনী-৯ দাখিল করেন যাহা বদলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরিত একটি প্রত্যয়ন পত্র। উক্ত প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ থাকে যে বদলগাছি থানায় প্রায় ৫০/৬০টি বেবী ট্যাক্সি রহিয়াছে যাহা বদলগাছি থানার বিভিন্ন রাস্তায় চলাচল করে। উক্ত প্রত্যয়ন পত্রে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যার উল্লেখ নাই। প্রত্যায়ন পত্র দৃষ্টে সুস্পষ্ট যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নটি থানা ভিত্তিক। উক্ত থানা ভিত্তিক ইউনিয়ন নিবন্ধনে আইনগত বাধা রহিয়াছে মর্মে রেজিষ্ট্রার,

ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিনিধি এবং পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী জোরালো বক্তব্য উথাপন করেন। তাহারা যুক্তি প্রদর্শনে ১৯৮৩ সনের মটরযান অধ্যাদেশের ৫৪ ধারায় বর্ণিত পরিবহন কমিটি এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের সংশোধনী অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের ২২ নং আইন উল্লেখ করেন। মটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৫৪ ধারায় উল্লেখ থাকে যে, "পরিবহন যান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী প্রজ্ঞাপনে কর্তৃপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত পরিবহন কমিটি গঠন করিবেন। তবে উল্লেখ থাকে যে, পরিবহন কর্তৃপক্ষ আওতাভুক্ত পরিবহন কমিটির এলাকা কোন ক্ষেত্রেই একটি জেলা বা মহানগরীর এলাকার কম হইবে না" ১৯৮৮ সনের ২৭নং আইন দ্বারা সংশোধিত। তাহারা যুক্তি প্রদর্শনে আরও উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৩ সালের ২২নং আইন দ্বারা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের দ্বারা ২(ক)(IX) এ বর্ণিত এষ্টাবলিশমেন্ট এর যে সংজ্ঞা সংশোধন করা হয় তাহাতেও উক্ত পরিবহন কমিটির এলাকা জেলা অথবা মহানগরী অপেক্ষা নিম্নে যাওয়ার কোন অবকাশ নাই। উক্ত ১৯৯৩ সনের ২২নং আইনে বর্ণিত Establishment অর্থ— "Any office, Firm, Industrial Unit, Transport Vehicls, "Under taking Shop" or premises in which workers are employed for the purpose of carrying of any Industry: Provided that each class of transport vehicles, such as, "truck/tank lorry," "bus/minibus," "taxi" and "baby taxi/tempo" operating in a region of a Transport Committee shall be deemed to be an establishment for the purpose of registration of Trade Union of workmen employed in such transport vehicles."

উক্ত সংশোধনীতে মটর যানকে শ্রেণীগতভাবে পৃথক পৃথক এষ্টাবলিশমেন্টে বিভক্ত করা হইলেও অধিক্ষেত্র বা এলাকার কোন বিভাজন করা হয় নাই। উক্ত ধারায় বর্ণিত "a region of a Transport Committee" মূলতঃ ১৯৯৩ সনের ২২ ধারায় গঠিত মটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৫৪ ধারায় বর্ণিত পরিবহন কমিটি। রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে প্রস্তাবিত ইউনিয়নের উল্লেখিত পরিবহন কমিটির এলাকাধীন কর্মরত শ্রমিক সংখ্যার ৩০% ভাগ সদস্য সংখ্যা নাই। পরবর্তীতে পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষ নওগাঁ জেলা বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে দাখিলী কাগজ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় উক্ত এষ্টাবলিশমেন্টে কর্মরত সদস্য সংখ্যা ৯৭৪। পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষে নওগাঁ জেলা টেম্পু ও অটো রিক্সা মালিক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করা হয়। উক্ত প্রত্যয়ন পত্রে উল্লেখ থাকে যে নওগাঁ জেলায় প্রায় ১২৫০ জন বেবী ট্যাক্সি ও টেম্পু শ্রমিক কর্মরত রহিয়াছে। রেজিষ্ট্রার, ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষে প্রতিনিধি পক্ষভুক্ত প্রতিপক্ষের পক্ষে উক্ত বক্তব্যকে সমর্থন করেন। যাহা হউক আপীলকারী পক্ষের প্রস্তাবিত ইউনিয়নটির ন্যূনতম ৩০% ভাগ সদস্য রহিয়াছে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব আপীলকারী পক্ষের। কিন্তু এই বিষয়ে আপীলকারী পক্ষ প্রমাণ ব্যর্থ হইয়াছেন দেখা যায়।

উপরোক্ত পর্যালোচনায় আপীলকারী পক্ষের রেজিষ্ট্রেশন আবেদন বিবেচনায় রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী আইনানুগ ও ন্যায় বিচার সুলভ আচরণ না করিলেও শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৭(২) ধারার বিধান মতে আবশ্যকীয় সদস্য সংখ্যা না থাকায় এবং ১৯৮৩ সনের মটরযান অধ্যাদেশের (সংশোধিত) ৫৪ ধারায় বর্ণিত পরিবহন কমিটির আওতাধীন এলাকার নিম্নে হওয়ায় আইনানুগভাবে রেজিষ্ট্রেশন পাইতে হকদার নহে। ফলতঃ আপীলকারী ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রেশন বাতিলের প্রত্যাখান আদেশ হস্তক্ষেপ করার কোন সুযোগ দেখা যায় না।

বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইল।

অতএব,

আদেশ হয়,

যে অত্র আপীল নামঞ্জুর করা গেল। রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন, রাজশাহী এর স্মারক নং আরটিইউ/রাজ/৫৬৭, তাং ৩-৬-৯৬ ইং সূত্রে প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ :—১। জনাব মোঃ ইউনুছ মিয়া, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আঃ সাত্তার ভারা, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ—১৫ই মার্চ, ১৯৯৮

অভিযোগ মামলা নং—১০/৯৬

মীর মোশারফ হোসেন (মকবুল), সি ডি এ কাম সি আই সি (দরখাস্ত),
ইক্ষু বিভাগ, রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

২। রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ :—১। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার বিধানে আনীত মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা যে, দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষ রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধার অধীন কর্মচারী। দরখাস্তকারী ৫-১০-৯৪ ইং তারিখে সি, ডি, এ, পদে উক্ত প্রতিপক্ষ মিলে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং অতঃপর দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ সম্পাদন করিয়া আসিতে থাকা কালে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৯৮২ সনে তাহার উপর সি, আই, সির, দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং উহার দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠু ভাবে পালন করিয়া আসিতে থাকেন। অতঃপর ১৯৯৫-৯৬ ইং আখ মাড়াই মৌসুমে দরখাস্তকারী রায়পুর ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকাকালে ১নং প্রতিপক্ষ কতিপয় অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপনে ২১-৪-৯৬ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং ৫-৫-৯৬ ইং তারিখের বাচিক/সংস্থাপন/এ-৫৫৪/৯৬-২১৬৪ স্মারক সূত্রে আখ বাটতি ও রাসায়নিক সার বাবদ মোট ১,৫০,৬৫৩·৫৩ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে

কেন চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হইবে না এবং উক্ত আত্মসাৎকৃত সাকুল্য টাকা এককালে আদায় করা হইবে না তদমর্মে দরখাস্তকারীর কৈফিয়ত তলব করা হয়। দরখাস্তকারী ১১-৫-৯৬ ইং তারিখে অভিযোগের জবাব দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর জবাব বিবেচনা না করিয়া তদন্ত কমিটি গঠন পূর্বক ৮-৬-৯৬ ইং তারিখে তদন্তের দিন ধার্য করিয়া তদন্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির হওয়ার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী সাক্ষ্য প্রমানসহ যথাসময়ে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থিত হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা দরখাস্তকারীর সামনে কোন সাক্ষী সাবুদ গ্রহণ না করিয়া, দরখাস্তকারীর মৌখিক বক্তব্য শুনানে এবং দরখাস্তকারীকে জেরা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্বেও প্রংশসনমূলক তদন্তের মাধ্যমে মনগড়া ও বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ অতঃপর ২১-৭-৯৬ ইং তারিখের বচিক/সংস্থাপন/এ-৫৫৪/৯৬-২৫২৫ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী উক্ত বেআইনী বরখাস্ত আদেশের অসন্তুষ্টিতে ২৮-৭-৯৬ ইং তারিখে গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ উক্ত গ্রিভান্স পিটিশন বিবেচনা না করিয়া তাহা ১০-৮-৯৬ ইং তারিখের বচিক/সংস্থাপন/এ-৫৫৪/১৯১৪ নং স্মারক সূত্রে নাকচ করেন। দরখাস্তকারী অভিযোগে উত্থাপিত ঘাটতির জন্য আদৌ দায়ী নহেন। কর্তৃপক্ষের সময়োচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহনের অভাবে উক্ত ঘাটতি হয়। দরখাস্তকারীর কেন্দ্র হইতে ক্রয়কৃত আখ মিলে পাঠানোর সময় পথিমধ্যে আখ ছিনতাই ও চুরি হইয়া থাকে এবং উহা নিবারনের জন্য দরখাস্তকারী প্রকৃত ঘটনার বিষদ বিবরণ উল্লেখ করিয়া কর্তৃপক্ষকে লিখিত ও মৌখিকভাবে অবগত করা সত্বেও কর্তৃপক্ষ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসহযোগ ও অবরোধ কার্যকলাপ বিদ্যমান থাকায় ক্রয়কৃত আখ যথাসময়ে কেন্দ্র হইতে মিলে পাঠানো সম্ভব হয় নাই। ঘাটতির প্রকৃত কারণ দরখাস্তকারী রায়পুর কেন্দ্রে কর্মরত থাকাকালে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসাধীন থাকায় ক্রয়কৃত আখ মিলে পাটানো বিঘ্নিত হয়। উল্লিখিত কারণসমুহ দরখস্তকারীর নিয়ন্ত্রনে না থাকায় দরখাস্তকারী উক্ত ঘাটতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নহেন। রাসায়নিক সার মিল হইতে গ্রহণ করতঃ কেন্দ্রের গোডাউনে রাখিয়া কৃষকদের মধ্যে খুচরা বিতরণ, সার গলে যাওয়া এবং ব্যাগে মাল কম থাকায় ঘাটতি হয়। উক্ত ঘাটতি দরখাস্তকারীর কোন রূপ অবহেলার কারণে নয়। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আত্মসাতের কোন ঘটনা প্রমানিত হওয়া সত্বেও কর্তৃপক্ষ তাহাকে অন্যায় ও বেআইনী বরখাস্ত আদেশ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী বরখাস্ত আদেশ রদ রহিত পূর্বক তাহাকে বিগতদিনের পূর্ণ বেতনাদি সহ স্বপদে পুনঃবহাল করার জন্য আদেশের প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ ওকালতনামাসহ হাজির হইয়া লিখিত জবাব দাখিলে উল্লেখ করেন যে, দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা আইনতঃ অচল। দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা করিবার কোন কারণ নাই এবং তাহা খারিজযোগ্য।

প্রতিপক্ষগণ প্রকৃত বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন যে ১ নং প্রতিপক্ষ ২ নং প্রতিপক্ষের অধীন একজন বটে। কর্মকর্তা ২ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একটি ইউনিট এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা উক্ত চিনিকলের নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ। ১ নং প্রতিপক্ষের তত্বাবধান ও পরিচালনায় ২ নং প্রতিপক্ষ মিলে চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ইক্ষু ক্রয় পূর্বক চিনি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং মিল এলাকাকে কয়েকটি জোন, সাবজোন ও ইউনিটে বিভক্ত করিয়া আখচাষীদের মধ্যে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার সহ বিভিন্ন উপকরণ ও নগদ ঋণ দিয়া প্রতিপক্ষের কর্মচারীদের মধ্যে নির্ধারীত মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকেন। ১৯৯৫-৯৬ মাড়াই মৌসুমে দরখাস্তকারী রায়পুর আখ ক্রয় কেন্দ্রে সি, ডি, এ, কাম সি, আই, সি,র দায়িত্ব পালনকালে ৬ষ্ঠ সাকাই

এর ১৩-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্রয়কৃত আখের মধ্যে ৯০·৭১৫ মেট্রিক টন আখ ঘাটতি করেন যাহার মূল্য ১,০২,৯২৯·০৬ টাকা। উক্ত কেন্দ্রের মৌসুমী ওজন কর্মিক ও রেকর্ড কর্মিক কর্মরত থাকার পর তাহাদের অতিরেকে দরখাস্তকারী একাই নিয়ম বহির্ভূতভাবে ওজন রশিদ প্রস্তুত করিয়া ১% গ্রহণযোগ্য ঘাটতির স্থলে অগ্রহণযোগ্য ৩১·৩৬ আখ ঘাটতি করিয়া উল্লিখিত টাকা আত্মসাৎ করেন। উক্ত তথ্য প্রাথমিকভাবে উদঘাটিত হওয়ায় ১নং প্রতিপক্ষ ২১-৪-৯৬ ইং তারিখের বাচক/সংস্থাপন/এ-৫৫৪/২১৩৭নং স্মারক সূত্রে দরখাস্তকারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরেন এবং অতঃপর সুনির্দিষ্ট অভিযোগে দরখাস্তকারীর কৈফিয়ত তলব করেন। দরখাস্তকারীর কৈফিয়ত তলবের প্রেক্ষিতে জবাব সন্তোষজনক বিবেচনা না হওয়ায় তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করা হয় এবং তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। তদন্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ১৯৯৫-৯৬ আখ মাড়াই মৌসুমে ঘাটতি খাদ ১,০২,৯২৯·০৬ টাকা এবং পূর্বতী ঘাটতি খাদ ৩৯,৩৪২·৫৭ টাকা এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ খাদ ৮,৩৮১·৯০ টাকা সর্বমোট ১,৫০,৬৫৩·৫৩ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দরখাস্তকারীকে প্রতিপক্ষের ২১-৭-৯৬ ইং তারিখের বাচক/সংস্থাপন/এ-৫১১/৯৬/২৫২৫ নং স্মারক সূত্রে বরখাস্ত করা হয়। দরখাস্তকারীর চাকুরীর পূর্ব রেকর্ড পর্যালোচনায় এবং অনুরূপ আত্মসাতের অভিযোগ থাকায় দরখাস্তকারীকে আইনানুগভাবে বরখাস্ত করা হয়। প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ আইনানুগ এবং নিয়মনীতিভিত্তিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদানে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারীর অভিযোগ অর্থাৎ তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহার স্বাক্ষী সাবুদ গ্রহণ করা হয় নাই, কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয় নাই এবং তাহার পক্ষের স্বাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই তাহা অসত্য ও ভিত্তিহীন। দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন।

বিচার্য বিষয়

১। ১৯৯৫-৯৬ আখ মাড়াই মৌসুমে রাসায়নিক সার খাদ এবং রায়পুর ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু ঘাটতির দ্বারা দরখাস্তকারী সর্বসাকুল্যে ১,৫০,৬৫৩·৫৩ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন কিনা?

২। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অাইনানুগভাবে তদন্ত করা হইয়াছে কি না এবং দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে কি না?

৩। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ রদ রহিত পূর্বক তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে কি না এবং দরখাস্তকারী আর কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১—৩

উপরোক্ত সকল বিচার্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য একত্রে গৃহীত হইল। বিচারকালে আদালতে দরখাস্তকারী নীর মোশারফ হোসেন (মুকুল) দরখাস্তকারী পক্ষের সাক্ষী হিসাবে তাহার নিজ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং প্রদর্শনী-১ হইতে ১১ কাগজপত্র দাখিল করেন, যাহা নিম্নরূপ: (১) অভিযোগপত্র, (২) অভিযোগের জবাব (২/১) জবাবে বাদীর স্বাক্ষর, (৩) বরখাস্ত আদেশ, (৪) গ্রিভান্স পিটিশন, (৪/১) গ্রিভান্স পিটিশনে বাদীর স্বাক্ষর, (৫) পোষ্টাল রশিদ, (৬) প্রাপ্তি স্বীকার পত্র, (৭) গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব, (৮) আখ চুরি হওয়া প্রসংগে কর্তৃপক্ষ বরাবর বাদীর লিখিত পত্র,

(৯) আখ চুরি যাওয়া প্রসংগে কর্তৃপক্ষের সহিত আলাপ করার জন্য বাদীর প্রতি নির্দেশ পত্র, (১০) আখ ঘাটতির বিষয়ে দরখাস্তকারীর ৯-৩-৯৬ ইং তারিখের কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত পত্র এবং (১১) আখ চুরি যাওয়া প্রসংগে দরখাস্তকারীর ২৮-১-৯৬ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত অপর একটি পত্র।

প্রতিপক্ষ পক্ষ পক্ষে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই। তবে তাহারা মোকদ্দমার সমর্থনে প্রদর্শনী-ক হইতে ঘ দাখিল করেন, যাহা নিম্নরূপঃ—(ক) সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, (খ) অভিযোগ পত্র, (গ) অভিযোগের জবাব, (ঘ) তদন্ত কমিটি গঠন আদেশ (ঙ) তদন্ত প্রতিবেদন, (চ) তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তকারীর জবানবন্দী, (ছ) বরখাস্ত আদেশ, (জ) গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব এবং (ঝ) ৬ষ্ঠ সাপ্লাই পত্রের ফটোকপি।

দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের অধীন ৫-১০-৭৪ ইং তারিখে সি, ডি, এ, পদে যোগদান করেন এবং ১৯৮২ সনে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত সি, আই, সির দায়িত্ব প্রাপ্ত হন এবং ১৯৯৫-৯৬ আখ মাড়াই মৌসুমে রায়পুর আখ ক্রয় কেন্দ্রে সি, আই, সির দায়িত্বে থাকেন তাহা স্বীকৃত। উক্ত মৌসুমে ৬ষ্ঠ সাপ্লাই পর্বে অর্থাৎ ১৩-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ৯০.৭১৫ মেট্রিক টন আখ ঘাটতি হয় যার মূল্য ১,০২,৯২৯.০৬ টাকা তাহাও স্বীকৃত। প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ উপরে উল্লেখিত আখ ঘাটতি সহ পূর্বের আখ ঘাটতি বাবদ ৩৯,৩৪২.৫৭ টাকা এবং রাসায়নিক সার বাবদ ৮,৩৮১.৯০ টাকা সর্বমোট ১,৫০,৬৫৩.৫৩ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করা হয়। প্রদর্শনী-ঘ পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত অভিযোগ তদন্তে কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-২ সূত্রে অভিযোগের কৈফিয়ত প্রদান করেন। অতঃপর তদন্ত কমিটি তদন্ত অন্তে প্রদর্শনী-ঙ তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ তদন্ত রিপোর্ট এবং দরখাস্তকারীর চাকুরীর পূর্ব রেকর্ড পর্যালোচনান্তে প্রদর্শনী-৩ মূলে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-৪ মূলে যথাসময়ে গ্রিভান্স পিটিশন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করেন এবং কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী-৭ মূলে গ্রিভান্স পিটিশনের উত্তর প্রদানে দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের কোন সুযোগ নাই মর্মে তাহাকে অবহিত করেন। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী যে জবাব (প্রদর্শনী-) দাখিল করেন তাহাতে অভিযোগ পত্রে বর্ণিত ঘাটতি বা মিল কর্তৃপক্ষের পাওনা টাকা বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। দরখাস্তকারী নিজ জবাবে মিল হইতে ৫৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে কেন্দ্রটি অবস্থান, পরিমধ্যে সংঘবদ্ধ দল কর্তৃক আখ চুরি যাওয়া ফলে আখ ঘাটতির প্রধান কারণ উল্লেখ করেন। উক্ত ঘাটতির জন্য তিনি দায়ী নহেন। বরং মিল কর্তৃপক্ষের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতাকে তিনি দায়ী করেন। তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দানকালে তিনি আরও বক্তব্য প্রদান করেন যে ১-৩-৯৬ ইং তারিখে তিনি অসুস্থ থাকার কারণে কেন্দ্রের আখচাষী ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার ক্রয়কৃত আখ সাময়িক আটকাইয়া রাখে এবং উক্ত ক্রয়কৃত আখ ৯-৩-৯৬ ইং তারিখে মিলে গৃহীত হয়। ফলে সর্বোচ্চ ১ দিনের ক্রয়কৃত আখের ঘাটতির পরিমান দাঁড়ায় ১৪ মেট্রিক টন। উল্লেখ্য যে উক্তরূপ বক্তব্য প্রদর্শনী-২ অর্থাৎ তাহার লিখিত জবাবে উল্লেখ দেখা যায় না। দরখাস্তকারী গ্রিভান্স পিটিশনে উল্লেখ করেন যে তাহাকে দরখাস্ত করার বিষয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহার সম্মুখে কোন সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণ করা হয় নাই এবং কোন রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা হয় নাই। গ্রিভান্স পিটিশনে তিনি আরও দাবী করেন যে তাহার বিরুদ্ধে আত্মসাতের কোন অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই। দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমায়ও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন। প্রমেই দেখা

যায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ)

আইনের ১৮ ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরণে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে কিনা। প্রদর্শনী-ক দৃষ্টে দেখা যায় দরখাস্তকারীকে ২১-৪-৯৬ ইং তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ৫-৫-৯৬ ইং তারিখে প্রদর্শনী-খ মূলে তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়নে তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। দরখাস্তকারী অতঃপর ১১-৫-৯৬ ইং তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রদর্শনী-ঘ মূলে ৩ সংখ্যক বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হওয়ার সমর্থনে প্রস্তুত নোটিশ অত্র আদালতে দাখিল করা না হইলেও প্রদর্শনী-চ পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন এবং জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করেন। আদালতে জবানবন্দীকালে তিনি জেরায় স্বীকার করেন যে, "তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। তদন্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ তাহার চেয়ে উচ্চতর পদ মর্যাদার ছিলেন। তদন্ত কমিটির সামনে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তদন্ত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে তিনি নিজে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন"। অত্র আদালতে জবাব দানকালে তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তদন্ত কমিটি তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় না যে তিনি অনুরূপ কোন দরখাস্ত বা নিজ পক্ষের সাক্ষীর হাজিরা তদন্ত কমিটির সামনে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার জবাব এবং জবানবন্দীর কোথাও দেখা যায় না যে তদন্ত কমিটির প্রতি তাহার কোন ক্ষোভ রহিয়াছে এবং তদন্ত কমিটির কোন সদস্য তাহার স্বার্থ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। প্রদঃ-চ পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি ৮-৬-৯৬ ইং তারিখে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন এবং ঘাটতির সমর্থনে নিজ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে ঘাটতির বিষয়ে দরখাস্তকারীর পক্ষে কোনরূপ আপত্তি জবাবে কিংবা অত্র তদন্ত কমিটির সামনে উত্থাপন করা হয় নাই। দরখাস্তকারী নিজ জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর জবানবন্দী ব্যতিরেকে অপর কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। তদন্ত কমিটি উক্ত তদন্ত অন্তে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং দরখাস্তকারীর চাকুরীর পূর্ব রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ ২১-৭-৯৬ ইং তারিখের সচিক/সংস্থাপন/এ-৫৫৪/৯৬/২৫২৫ নং স্মারক (প্রদঃ-ছ) সূত্রে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী গ্রিভান্স পিটিশন (প্রদর্শনী-৪) প্রদান করেন এবং কর্তৃপক্ষ তাহার যথার্থ জবাব (প্রদঃ-জ) প্রদান করেন। উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসরণে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদানে বরখাস্ত করেন। দেখা যায় কৈফিয়ত পত্রে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা না থাকায় কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে ব্যক্তিগত শুনানী প্রদান করেন নাই। যদিও অত্র আদালত ডমেষ্টিক ট্রাইবুনালের কোন আপীল আদালত নহে তথাপি ন্যায় বিচারের স্বার্থে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যথার্থভাবে প্রমানিত হইয়াছে কিনা তাহা দেখা যাইতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে দরখাস্তকারীর ঘাটতির বিষয়ে কোন আপত্তি নাই। স্বীকৃত যে ৬ষ্ঠ সাফাইকালে অর্থাৎ ১৩-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আখ ঘাটতির পরিমান ৯০·৭১৫ মেট্রিক টন যাহার মূল্য ১,০২,৯২৯·০৬ টাকা। উল্লেখ্য যে উক্ত ঘাটতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ১% এর অতিরিক্ত। দরখাস্তকারী দাবী করেন যে কেন্দ্রটি মিল থেকে ৫৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে অবস্থিত বিধায় পথিমধ্যে সংরক্ষিত দল কর্তৃক প্রতিনিয়ত আখ চুরির কারণে প্রথমতঃ উক্ত ঘাটতি সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি আরও উল্লেখ করেন যে রাজনৈতিক গোলযোগের কারণ এবং আখ বিলম্বে মিলে প্রেরণের জন্য আখ শুকাইয়া যাওয়ায় উক্তরূপ ঘাটতি হয়। দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির সামনে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দরখাস্তকারী পক্ষে প্রদর্শনী-৯ দাখিল করা

হয়। উক্ত প্রদর্শনী দৃষ্টে দেখা যায় কর্তৃপক্ষ রায়পুর কেন্দ্র হইতে লালদিঘী পর্যন্ত রাস্তায় আখ চুরির বিষয়ে দরখাস্তকারীর প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীকে ২৯-২-৯৬ ইং তারিখের মধ্যেই কৃষি ব্যবস্থাপক, রংপুর চিনিকল (লিমিটেড), মহিমাগঞ্জ এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রদঃ-১০ দৃষ্টে দেখা যায় ২-৩-৯৬ ইং তারিখের ক্রয়কৃত আখ ৮-৩-৯৬ ইং তারিখে মিলে সরবরাহ প্রসংগে তিনি কৃষি ব্যবস্থাপক, রচিক/গাইবান্ধা বরাবর ৯-৩-৯৬ ইং তারিখে এক পত্র প্রেরণ করেন। প্রদঃ-১১ পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী রায়পুর কেন্দ্রে প্রতি রাত্রে আখ বোঝাই ট্রাক থেকে বিপুল পরিমান আখ চুরি যাওয়া প্রসংগে এক দরখাস্ত কৃষি ব্যবস্থাপক, রচিক গাইবান্ধা বরাবর প্রেরণ করেন। কিন্তু উক্ত প্রদর্শনী-১০ ও ১১ কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা সুস্পষ্ট নহে। প্রদর্শনী-১১ বিতর্কিত ৬ষ্ঠ মাড়াই এর পূর্ববর্তী ঘটনা। প্রদর্শনী-১০, ৯-৩-৯৬ ইং তারিখে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ মাড়াই এর শেষ প্রান্তে প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখ থাকে যে ২-৩-৯৬ ইং তারিখের ক্রয়কৃত ২০ মেট্রিক টন আখ কেন্দ্রে থেকে যায় এবং উক্ত আখ সময়মত মিলে সরবরাহ না হওয়ায় বিপুল পরিমাণ আখ শুকাইয়া যায় এবং লুটপাট হয়। উক্ত প্রদর্শনী দৃষ্টে দেখা যায় যে ২০ মেট্রিক টন আখ শুকাইয়া যায় এবং লুটপাট হয়। উল্লেখ যে ৬ষ্ঠ মাড়াইয়ে মোট ঘাটতির পরিমান অনুমোদিত ১% বাদেও ৯০.৭১৫ মেঃ টঃ। উপরন্তু উল্লেখিত প্রমানাদি তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহা প্রমানিত হয় না। ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রটি দূরবর্তী স্থানে অবস্থানের কারণে পথিমধ্যে এজাতীয়ভাবে আখ চুরি যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ মাড়াইয়ে এত বিপুল পরিমান আখ ঘাটতি হইবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দরখাস্তকারী সংগতভাবেই দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয় মর্মে তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। অভিযোগ পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারীর কেন্দ্রের ঘাটতি অনুমোদিত ঘাটতির চেয়ে অনেক বেশী। রাসায়নিক সার বিতরণেও দরখাস্তকারীর ঘাটতি রহিয়াছে এবং উক্ত বাবদ মিল কর্তৃপক্ষের পাওনা রহিয়াছে। রাসায়নিক সার ঘাটতির বিষয়েও তাহার যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। প্রদঃ-চ, তাহার জবানবন্দী দৃষ্টে দেখা যায় তিনি নিয়ম বহির্ভূতভাবে ওজন করনিক ব্যতিরেকে আখ নিজে ওজন করেন এবং উক্ত কার্যকলাপের দায়িত্ব তিনি নিজে গ্রহণ করেন। তাহার উক্ত কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে আইন শৃংখলার পরিপন্থ। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি প্রদর্শনে উল্লেখ করেন যে উক্ত ঘাটতির বিষয়টি আত্মসাতের পর্যায়ে পড়ে না এবং আত্মসাতের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত অবৈধ। অনস্বীকার্য যে, দরখাস্তকারী ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু ক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষে যে পরিমান আখ ক্রয় করিবেন সেই পরিমান আখ মিলে প্রেরণ করিবেন। শুকাইয়া যাওয়ার কারণে ওজন স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা কম হইয়া যাওয়ার কারণে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারনে ১% ঘাটতি সব সময় অনুমোদিত। কিন্তু অন্যান্য সময়ে কোনরূপ ঘাটতি না হইয়া শুধু ৬ষ্ঠ মাড়াইকালে বিপুল পরিমানে ঘাটতি কোন স্বাভাবিক কারনে কিংবা দরখাস্তকারীর বর্ণিত অনুরূপ কারনেও সংঘটিত হওয়ার কোন অবকাশ নাই। সংগত কারনেই এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজের যথোপযুক্ত প্রমান থাকায় প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ৬ষ্ঠ মাড়াই মৌসুমে অস্বাভাবিক ঘাটতি করেন যাহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩)(ব) ও (এইচ) ধারায় বর্ণিত অসদাচরণ। ওজন করনিক ব্যতিরেকে নিজে আখ ওজন করায় তাহার উক্তরূপ অসদাচরণ বা আত্মসাতের কার্যকলাপকে সমর্থন করে।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী শুনানীকালে I.L.L.C. 1964, page 85, Associated Cement Companies, Ltd. and Their workmen and another and page 93 Akola Electric Supply Company (Private),

Ltd. Versus Jarare (J.N.) and others হইতে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ২টি নজির উপস্থাপন করেন। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের উক্ত মোকদ্দমা দুইটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত মোকদ্দমায় বর্ণিত ব্যাখ্যা অত্র মোকদ্দমার অনুরূপ নহে। ফলতঃ উক্ত আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অত্র মোকদ্দমায় বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

বিজ্ঞ সদস্যদের মতামত শ্রবণ করা হইল। উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে দেখা যায় কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে যথা নিয়মে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদানে এবং দরখাস্তকারীর প্রতি অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইনানুগভাবে দরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ আইনানুগ বিবেচিত হওয়ায় দরখাস্তকারী পুনর্বিবেচনার যে আবেদন করেন তাহা বিবেচনা করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। বিচার্য বিষয়সমূহ দরখাস্তকারীর বিপক্ষে নির্ণয় করা গেল।

অতএব,

আদেশ হয়

যে অত্র অভিযোগ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে ডিসমিস করা গেল। পক্ষগণকে অবহিত করা হউক।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

সদস্যগণ :-১। জনাব মোঃ ইউনুস মিয়া, মালিক পক্ষ।

২। জনাব মোঃ আঃ সাত্তার তারা, শ্রমিক পক্ষ।

রায় প্রদানের তারিখ-১১ই মার্চ, ১৯৯৮।

অভিযোগ মামলা নং-৯/৯৬

জে, এম, শামসুল হক, সি, আই, সি (বরখাস্ত), ইক্ষু বিভাগ,
রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—দরখাস্তকারী।

বনাম

১। মহা-ব্যবস্থাপক, রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

২। রংপুর সুগার মিলস লিঃ, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা—প্রতিপক্ষ।

প্রতিনিধিগণ :-১। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব এ, কে, এম, হাফিজুর রহমান, প্রতিপক্ষের আইনজীবি।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারা মতে আনীত একটি অভিযোগ মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত মোকদ্দমা যে তিনি প্রতিপক্ষ রংপুর সুগার মিলস লিঃ, নাহমাগঞ্জ, গাইবান্ধার অধীন ১-১০-৭৩ ইং তারিখে এস, ডি, এ, হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতে থাকাকালে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া ১৯৯৮ সনে তাহাকে সি, আই, সি, পদে পদোন্নতি করেন। ১৯৯৫-৯৬ মৌসুমে তিনি কামারপাড়া ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র সি, আই, সির, দায়িত্ব পালন করা কালে ১ নং প্রতিপক্ষ কতিপয় অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রেক্ষিতে দরখাস্তকারীকে ২১-৪-৯৬ ইং তারিখে বরখাস্ত করেন এবং ৫-৫-৯৬ ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন/এ-৫১১/৯৬/২১৬৩ নং স্মারকমূলে আখ ঘাটতি ও রাসায়নিক সার বাবদ ১,৩০,৮৮২/৩৪ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপনে তাহাকে চাকুরী হইতে কেন বরখাস্ত করা হইবে না এবং উক্ত টাকা একতরফা আদায় করা হইবে না মর্মে ৪ দিনের মধ্যে দরখাস্তকারীর কৈফিয়ত তলব করেন। উক্ত অভিযোগনামা ৮-৫-৯৬ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর হস্তগত হইলে দরখাস্তকারী ১১-৫-৯৬ ইং তারিখে কর্তৃপক্ষ বরাবরে জবাব দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীর জবাব বিবেচনা না করিয়া তদন্ত কমিটি গঠন পূর্বক ৮-৬-৯৬ ইং তারিখে তদন্ত কর্মকর্তার অফিসে হাজির হওয়ার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দেন। দরখাস্তকারী সাক্ষ্য প্রদানসহ যথাসময়ে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থিত হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা দরখাস্তকারীর সম্মুখে কোন সাক্ষ্য সাবুদ গ্রহণ না করিয়া, দরখাস্তকারীর কাগজপত্র পরীক্ষা না করিয়া, দরখাস্তকারীর সাক্ষীগণকে জেরা করার কোন সুযোগ না দিয়া প্রহসনমূলক তদন্তের মাধ্যমে মনগড়াভাবে বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। কর্তৃপক্ষ উক্ত বেআইনী তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২২-৭-৯৬ ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন/এ-৫১১/৯৬/২৫২৩ নং স্মারকমূলে দরখাস্তকারীকে অবৈধ ও বেআইনীভাবে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী অতঃপর ৩১-৭-৯৬ ইং তারিখ গ্রিভান্স পিটিশন দাখিল করেন কিন্তু ১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর আবেদন বিবেচনা না করিয়া ১০-৮-৯৬ ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন/এ-৫১১/৯৬/২৬০৬ নং স্মারকমূলে গ্রিভান্স পিটিশন নাকচ করেন। দরখাস্তকারী অভিযোগে উত্থাপিত ঘাটতির জন্য আদৌ দায়ী নহেন। কর্তৃপক্ষের সময়োচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে উক্তরূপ ঘাটতি হয়। দরখাস্তকারীর কেন্দ্রের পরিমাপক বা ওজন যন্ত্রছিল ত্রুটিপূর্ণ। উক্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে বারবার লিখিত আপত্তি জানাইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত মেশিন মেরামত করিয়া দিলেও তাহা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হয় নাই। দরখাস্তকারীর কেন্দ্র রেলওয়ে প্লাটফরম সংলগ্ন হওয়ায় বিপুল পরিমানে আখ চুরি হয়। উক্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিলেও কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। উক্ত আখ ঘাটতির মেয়াদকালে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসহযোগ অবরোধ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকায় ক্রয়কৃত আখ সময়মত মিলে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। রাসায়নিক সার মিল হইতে গ্রহন করিয়া কেন্দ্রের গোডাউনে রাখিয়া কৃষকদের মধ্যে খুচরা বিতরণ, সার গলে যাওয়া এবং ব্যাগে মাল কম থাকার কারণে সার ঘাটতি হয়। উক্তরূপ ঘাটতির জন্য দরখাস্তকারী কোনরূপ দায়ী নহেন। দরখাস্তকারী তাহার জবাবে উল্লেখিত বিষয়াদির বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনা করেন নাই। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ বেআইনী, অবৈধ ও বল-রহিত যোগ্য। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ বল-রহিত পূর্বক পূর্ণ বেতনাদিসহ স্বপদে পুনঃবহালের প্রার্থনা করেন।

প্রতিপক্ষ পক্ষে ওকালতনামা সহ হাজির পূর্বক লিখিত জবাব দাখিল করেন। প্রতিপক্ষ লিখিত জবাবে দাবী করেন যে দরখাস্তকারীর অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে না। দরখাস্তকারীর অত্র মোকদ্দমা করিবার আইনসংগত কোন কারণ নাই এবং তাহা ডিসমিসযোগ্য।

প্রকৃত বৃত্তান্তে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে ২ নং প্রতিপক্ষ ১ নং প্রতিপক্ষ রংপুর চিনিকল লিঃ এর একজন কর্মকর্তা। ২ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থার একটি

ইউনিট। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা উক্ত চিনিকলের নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ। ১ নং প্রতিপক্ষের তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনায় উল্লেখিত চিনিকলটি চিনি উৎপাদন ও চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল ইক্ষু ক্রয়সহ নিজস্ব ফার্মে ইক্ষু উৎপাদন এবং মিল এলাকাকে কয়েকটি জোন, সাবজোন ও ইউনিটে বিভক্ত করিয়া আখ চাষীদের মাঝে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহ নগদ ঋণ দিয়া ইক্ষু সরকারী নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করেন। উপরোক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য অন্যান্য আখ ক্রয় কেন্দ্রের মত ১৯৯৫-৯৬ মাড়াই মৌসুমে দরখাস্তকারী কামারপাড়া আখ ক্রয় কেন্দ্রে সি, আই, সি, এর দায়িত্ব নিয়োজিত ছিলেন দরখাস্তকারী উক্ত ক্রয় কেন্দ্রে সি, আই সি দায়িত্ব পালনকালে ৬ষ্ঠ সাকাই অর্থাৎ ১৩-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্রয়কৃত আখের মধ্যে ৯০.৬৮০ মেট্রিক টন আখ ঘাটতি করিয়াছেন যাহার মূল্য ৮৯,৪৭৫,৬৪ টাকা। ১৯৯৫-৯৬ মাড়াই মৌসুমে কামারপাড়া আখ ক্রয় কেন্দ্রের মৌসুমী ওজন করনিক ও রেকর্ড করনিক ছাড়াই দরখাস্তকারী একাই নিয়ম বাহির্ভূতভাবে ওজন রশিদ প্রস্তুত করিয়া ১% গ্রহণযোগ্য ঘাটতির স্থলে অগ্রহণযোগ্য ২১.৫৬% আখ ঘাটতি করিয়া উল্লেখিত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। উক্তরূপ আত্মসাতের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে কর্তৃপক্ষের ২১-৪-৯৬ ইং তারিখের রচিক/সংস্থাপন/এ-৫১১/২১৩৬ স্মারক সূত্রে সাময়িক-ভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং দরখাস্তকারী উক্ত সাময়িক বরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া কৃষি ব্যবস্থা-পক বরাবর ২১-৪-৯৬ ইং তারিখের স্বহস্তে লিখিত ও স্বাক্ষরিত একটি পত্রে স্বীকারোক্তি প্রদানে উল্লেখ করেন যে দরখাস্তকারী কর্তৃক ৪-৪-৯৬ ইং তারিখে তাহার এককভাবে প্রস্তুতকৃত ৯ টি ৩৬৭৩৯, ৩৬৭৪০, ৩৬৭৪৩, ৩৬৭৪৫, ৩৬৭৪৬, ৩৬৭৫০, ৩৬৭৫১, ৩৬৭৫২ ও ৩৬৭৫৩ নং ওজন রশিদ এন্ট্রি করা হয় নাই এবং ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই এবং ওজন করিনিকের নকট সহি না করিয়া লওয়ায় আখ চাষীরা টাকা পান নাই। উক্ত রশিদগুলি ৭ দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে বাতিল করিবেন। দরখাস্তকারী আরও স্বীকার করেন যে "ওজন রশিদ/প্রস্তুত করার পর ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ না করা ভুল এবং অন্যায়"। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে তথাপনে ৩ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনে তদন্ত করেন। তদন্তে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে সর্ব-সাকুল্যে ১,০০,৪০৫.৩৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমানিত হয়। দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ প্রদানে আইনানুগভাবে ১ নং প্রতিপক্ষের রচিক/সংস্থাপন/এ-৫১১/৯৬/২৫২৩ নং স্মারক তাং ২২-৭-৯৬ ইং মূলে বরখাস্ত করা হয়। দরখাস্তকারী আইনানুগভাবে কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহেন। তাহার মোকদ্দমা খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

১৯৯৫-৯৬ আখ মাড়াই মৌসুমে রাসায়নিক সার বাবদ এবং কামারপাড়া ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু ঘাটতির দ্বারা দরখাস্তকারী সর্বসাকুল্যে ১,০০,৪০৫.৩৮ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন কি না?

২। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ আইনানুগভাবে তদন্ত করা হইয়াছে কি না এবং দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে কি না?

৩। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ রদ-রহিত পূর্বক তাহাকে চাকুরীতে পুর্নবহালের আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১-৩

উপরোক্ত সকল বিচার্য বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য একত্রে গৃহীত হইল। বিচারকালে অত্র আদালতে দরখাস্তকারী জে, এম, শামসুল হক

দরখাস্তকারী পক্ষে সাক্ষী হিসাবে তাহার নিজ সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং প্রদর্শনী-১ হইতে ৮ কাগজ দাখিল করেন যাহা নিম্নরূপ :-(১) অভিযোগ পত্র, (২) অভিযোগের জবাব, (৩) বরখাস্ত আদেশ, (৪) গ্রিভান্স পিটিশন, (৫)পোষ্টাল রশিদ (৬) প্রাপ্ত স্বীকার পত্র, (৭) সিরাজ-হত্যাকাণ্ডে আখ লুট হওয়া প্রসংগে প্রতিপক্ষ বরাবর দরখাস্তকারীর পত্র এবং (৮) গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব।

প্রতিপক্ষ পক্ষে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নাই। তবে তাহারা মোকদ্দমা সমর্থনে প্রদর্শনী-ক হইতে ঞ দাখিল করেন যাহা নিম্নরূপ :-(ক) তদন্ত কমিটির নিকট দরখাস্তকারী জবানবন্দী, (খ) সাময়িক বরখাস্ত পত্র, (গ) ক্রয় কেন্দ্রে ওজন রশিদ লিপিবদ্ধ না করা প্রসংগে দরখাস্তকারীর আবেদন, (ঘ) অভিযোগ পত্র, (ঙ) দরখাস্তকারীর জবাব, (চ) তদন্ত কমিটি গঠনে কর্তৃপক্ষের আদেশ, (ছ) তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন, (জ) বরখাস্ত আদেশ, (ঝ) গ্রিভান্স পিটিশনের জবাব এবং (ঞ) ১৬-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন আখ ক্রয় কেন্দ্রের আখ সরবরাহের হিসাব বিবরণী।

দরখাস্তকারী যে প্রতিপক্ষের অধীন ১-১০-৭৩ ইং তারিখে সিডিএ পদে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৭৮ সনে সি, আই, সি, পদে পদোন্নত প্রাপ্ত হন এবং উক্ত সি, আই, সি, এর দায়িত্ব পালনকালে ১৯৯৫-৯৬ আখমাড়াই মৌসুমে দরখাস্তকারী কামারপাড়া ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে সি, আই, সি, এর দায়িত্বে থাকেন তাহা স্বীকৃত। উক্ত মৌসুমে দরখাস্তকারীর অধীন কামারপাড়া ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ৬ষ্ঠ সাকারকালে অর্থাৎ ১৩-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে ক্রয়কৃত আখের ঘাটতি ৯০.৬৮০ মেট্রিক টন যাহার মূল্য ৮৯,৪৭৫.৬৪ টাকা তাহাও স্বীকৃত।

প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ উপরে উল্লেখিত পরিমান আখ ঘাটতি ব্যতিরেকে পূর্বের আখ ঘাটতি বাবদ ২৭,১৬৭.৩০ টাকা এবং রাসায়নিক সার বাবদ ৯৪,১৩৯.৪০ টাকা সর্বমোট ১,৩০,৮৮২.৩৪ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে অভিযুক্ত করেন। প্রদর্শনী-২ দৃষ্টে দেখা যায় উক্ত অভিযোগ তদন্তে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-২ সূত্রে অভিযোগের কৈফিয়ত প্রদান করেন এবং অতঃপর তদন্ত কমিটি তদন্ত রিপোর্ট প্রদর্শনী-ছ দাখিল করেন কর্তৃপক্ষ তদন্ত রিপোর্ট এবং দরখাস্তকারীর চাকুরীর পূর্ব রেকর্ড পর্যালোচনান্তে প্রদর্শনী-৩ মূলে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশ প্রাপ্তির পর দরখাস্তকারী প্রদর্শনী-৪ মূলে যথাসময়ে গ্রিভান্স পিটিশন কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করেন এবং কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী-৮ মূলে গ্রীভান্স পিটিশনের উত্তর প্রদানে দরখাস্তকারীকে চাকুরীতে পুনর্বহালের কোন সুযোগ নাই মর্মে তাহাকে অবহিত করেন। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী যে জবাব দাখিল করেন (প্রদর্শনী-২) তাহাতে অভিযোগ পত্রে বর্ণিত ঘাটতি বা মিল কর্তৃপক্ষের পাওনা টাকার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। দরখাস্তকারী নিজ জবাবে ঘাটতির বিষয়ে ওজন যন্ত্রের ত্রুটি মালামাল চুরি যাওয়া এবং শুকাইয়া যাওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নন উল্লেখে জবাব দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রদানকালে তিনি অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। অত্র আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী গ্রিভান্স পিটিশনে উল্লেখ করেন যে তাহাকে বরখাস্ত করার বিষয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহাকে আত্ম পক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহার সম্মুখে কোন সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণ করা হয় নাই এবং কোন রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা হয় নাই। গ্রিভান্স পিটিশনে তিনি আরও দাবী করেন যে তাহার বিরুদ্ধে আত্মসাতের কোন অভিযোগ প্রমানিত হয় নাই। দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমায় ও অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন প্রথমেই দেখা যাক দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ বিষয়ে ১৯৬৫ সালের শ্রমিক

নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮ ধারায় বর্ণিত বিধানাবলী অনুসরনে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে কি না। প্রদর্শনী-খ দৃষ্টে দেখা যায় দরখাস্তকারীকে ২১-৪-৯৬ ইং তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ৫-৫-৯৬ ইং তারিখে প্রদর্শনী-১ মূলে তাহার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনয়নে তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। দরখাস্তকারী অতঃপর ১২-৫-৯৬ ইং তারিখে কৈফিয়তের জবাব দাখিল করেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উক্ত জবাবে সন্তুষ্ট না হইয়া প্রদর্শনী-চ মূলে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। দরখাস্তকারীকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হওয়ার সমর্থনে প্রদত্ত নোটিশ অত্র আদালতে দাখিল করা না হইলেও প্রদর্শনী-ক পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হন এবং জবানবন্দীতে সহি স্বাক্ষর করেন। তিনি জবানবন্দীতে তাহার সহি 'ক'/১ চিহ্নিত করেন। প্রদর্শনী-ক পর্যালোচনায় দেখা যায় ৮-৬-৯৬ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় এবং দরখাস্তকারী তাহার ঘাটতির সমর্থনে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে ঘাটতির পরিমাণ বিষয়ে দরখাস্তকারীর পক্ষে কোনরূপ আপত্তি জবাবে কিংবা অত্র তদন্ত কমিটির সামনে উত্থাপন করা হয় নাই। দরখাস্তকারী নিজ জবানবন্দীতে স্বীকার করেন যে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটি দরখাস্তকারীর জবানবন্দী ব্যতিরেকে অপর কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন নাই। তদন্ত কমিটি উপরোক্তভাবে তদন্ত অন্তে ১৬-৬-৯৬ ইং তারিখে তদন্ত রিপোর্ট (প্রদর্শনী-ছ) দাখিল করেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং দরখাস্তকারীর চাকুরীর পূর্বতন রেকর্ড পর্যালোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ ২২-৭-৯০ ইং তারিখের ব্যচক/সংস্থাপন/এ-৫১১/৯৬/২৫২৫ নং স্মারক সূত্রে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন (প্রদর্শনী-জ)। উক্ত বরখাস্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী গ্রিভান্স নোটিশ (প্রদর্শনী-৪) প্রদান করেন এবং কর্তৃপক্ষ তাহাদের যথাবিহিত জবাব (প্রদঃ-ঝ) প্রদান করেন। উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮ ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসরণে দরখাস্তকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদানে বরখাস্ত করেন। যদিও অত্রাদালত ডমেষ্টিক ট্রাইবুনালের কোন আপীল আদালত নহে তথাপি ন্যায় বিচারের স্বার্থে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যথার্থভাবে প্রমানিত হইয়াছে কি না তাহা দেখা যাইতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে দরখাস্তকারীর ঘাটতির বিষয়ে কোন আপত্তি নাই। স্বীকৃত যে ১৯৯৫-৯৬ আখ মাড়াই মৌসুমে ৬ষ্ঠ সাবকেন্দ্রে অর্থাৎ ১৩-২-৯৬ ইং হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আখ ঘাটতির পরিমাণ ৯০.৬৮০ মেট্রিক টন যাহার মূল্য ৮৯,৪৭৫.৬৪ টাকা। দরখাস্তকারী দাবী করেন যে, প্রথমতঃ ওজন যন্ত্রের ত্রুটি, দ্বিতীয়তঃ আখ চুরি যাওয়া এবং তৃতীয়তঃ যানবাহনের গোলযোগের কারণে ক্রয়কৃত আখ মিলে প্রেরণে বিলম্ব ঘটায় আখ শুকাইয়া যাওয়ায় উক্তরূপ ঘাটতি হইয়াছে। দরখাস্তকারী তদন্ত কমিটির সামনে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

দরখাস্তকারী অত্র আদালতে প্রদর্শনী-৭ সিরিজ দাখিল করেন। উক্ত প্রদর্শনী-৭এ তিনি উল্লেখ করেন যে ১৩-২-৯৬ ইং হইতে ১৫-২-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত হরতাল থাকায় ১২-২-৯৬ ইং তারিখে প্রায় ১৫ মেট্রিক টন ক্রয়কৃত আখ লুটতরাজ হয়। প্রদর্শনী-৭(১) এ দেখা যায় কানাইপাড়া কেন্দ্রের ইয়ার্ড রেলওয়ে প্লাটফরম সংলগ্ন হওয়ায় অগণিত যাত্রী ব্যাপক হারে আখ লুট করে যাহার কারণে দৈনিক ঘাটতির পরিমাণ ৩/৪ মেট্রিক টন। প্রদঃ-৭(২)এ দেখা যায় যে ওজন কর্নিক ১৯-৬-৯৬ ইং তারিখ হইতে অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রদঃ-৭ (৩) এ দেখা যায় ওজন করনিক ১৯-২-৯৬ ইং তারিখ থেকে অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। ফলে চাষীদের অহেতুক আখ পাওনার দাবী মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রদঃ-৭(৪)এ দেখা যায় যে ২৩-২-৯৬ ইং তারিখের ক্রয়কৃত আখ সম্পূর্ণ পরিবহন না হওয়ায় কেন্দ্রে ২০ মেট্রিক টন আখ মজুদ থাকে যাহা ২৫ এবং ২৬ তারিখের হরতালে স্থানীয় দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন নিয়ে যেয়ে এবং মাঠে পড়ে থাকা

অবশিষ্ট আখ শুকাইয়া গেছে। প্রদঃ-৭(৫)এ আখ চুরি যাওয়ার বিষয় উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত প্রদঃ-৭ (৫) দৃষ্টে দেখা যায় দরখাস্তকারী উক্ত দরখাস্ত কৃষি সংস্থাপক, রচিক স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত প্রদর্শনী চিহ্নিত দরখাস্তসমূহ কৃষি সংস্থাপক, রচিক মহিমাগঞ্জ এর কার্যালয়ে গৃহীত হইয়াছে কি না তাহা সুস্পষ্ট নহে। উল্লেখিত দরখাস্তসমূহ যে তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হয় তাহা প্রদঃ-ক দ্বারা সমর্থিত হয় না। তদন্ত কমিটিও সামনে তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে ৪র্থ সাফাই এর পরে ওজন যন্ত্রের ত্রুটি মুক্ত করা হয়। ফলতঃ ইহা সুস্পষ্ট যে ৬ষ্ঠ সাফাইকালে ঘাটতির যে কারণ তাহা ওজন যন্ত্রের ত্রুটির কারণে নহে। ১৩-২-৯৬ হইতে ৮-৩-৯৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ৬ষ্ঠ সাফাইকালে দরখাস্তকারীর কেন্দ্রের ঘাটতির পরিমাণ অনুমোদিত ১% ঘাটতি অপেক্ষা অনেক বেশী। অভিযোগপত্র দৃষ্টে দেখা যায় পূর্ববর্তী মৌসুমে ও দরখাস্তকারীর কেন্দ্রের ঘাটতি অনুমোদিত ঘাটতির চেয়ে অনেক বেশী। রাসায়নিক সার বিতরণেও দরখাস্তকারীর ঘাটতি রহিয়াছে এবং উক্ত বাবদ মিল কর্তৃপক্ষের পাওনা রহিয়াছে। রাসায়নিক সার ঘাটতির বিষয়েও তাহার যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়না। প্রদঃ-গ-পর্যালোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী ৯ খানা আখ ক্রয়ের রশিদ ক্রয় বহিতে লিপিবদ্ধ করেন নাই। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী যুক্তি প্রদর্শনে উল্লেখ করেন যে উক্ত ঘাটতির বিষয়টি আত্মসাতের পর্যায়ে পড়ে না এবং আত্মসাতের অভিযোগে দরখাস্তকারীকে বরখাস্ত অবৈধ। অনুস্বীকার্য যে, দরখাস্তকারী ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু ক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষে যে পরিমান আখ ক্রয় করিবেন সেই পরিমাণ আখ মিলে প্রেরণ করিবেন। শুকাইয়া যাওয়ার কারণে ইক্ষুর ওজন স্বাভাবিক নিয়মে কিছুটা কম হইয়া যাওয়ার কারণে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে ১% ঘাটতির সব সময় অনুমোদিত। কিন্তু অন্যান্য সময়ে কোনরূপ ঘাটতি না হইয়া শুধু ৬ষ্ঠ সাফাইকালে বিপুল পরিমাণে ঘাটতি কোন স্বাভাবিক কারণে কিংবা দরখাস্তকারীর বর্ণিত অনুরূপ কারণেও সংঘটিত হওয়ার অবকাশ নাই। সংগত কারণেই এবং দরখাস্তকারী কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে কাজের যথোপযুক্ত প্রমাণ থাকায় (প্রদঃ-গ) প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ৬ষ্ঠ সাফাই মৌসুমে অস্বাভাবিক ঘাটতি করেন যাহা ১৯৬০ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩)(বি) ও (এইচ)ধারায় বর্ণিত অসদাচরণ।

দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী শুনানীকালে I.L.L.C., 1964, Page 85, Associated Cement Companies, Ltd. and their workmen and another and page 93, Akola Electric Supply Company (Private), Ltd. versus Jarare (J.N.) and others হইতে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের দুটি নজির উপস্থাপন করেন। ভারতীয় মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের উক্ত মোকদ্দমা দুইটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত মোকদ্দমায় বর্ণিত ব্যাখ্যা অত্র মোকদ্দমার অনুরূপ নহে। ফলতঃ উক্ত আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অত্র মোকদ্দমায় বর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

বিজ্ঞ সদস্যদের মতামত শ্রবণ করা হইল। উপরোক্ত আলোচনা দৃষ্টে দেখা যায় কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারীকে যথা নিয়মে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল প্রকার সুযোগ প্রদানে এবং দরখাস্তকারীর প্রতি অসদাচরণের অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আইনানুগভাবে বরখাস্ত আদেশ প্রদান করেন। দরখাস্তকারীর বরখাস্ত আদেশ আইনানুগ বিবেচিত হওয়ায় দরখাস্তকারী পুনর্বহালের যে আবেদন করেন তাহা বিবেচনা করার কোন অবকাশ দেখা যায় না।

অতএব, আদেশ হয়

যে, অত্র অভিযোগ-মোকদ্দমা সূত্রে ডিসমিস করা গেল। পক্ষগণকে অবহিত করা হউক।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী

ফৌজদারী মামলা নং-১৩/৯৩

বাদীঃ- মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৫০৯, পিতা মৃত মোঃ আমির আলী, সাং ভাট-পাড়া, থানা কোতয়ালী, জেলা দিনাজপুর।

বনাম

আসামীঃ ১। মোঃ আলাউদ্দিন ওরফে আলো, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, দিনাজপুর সরকারী খাদ্য গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজিঃ নং রাজ-৫০৯, পিতা মৃত গালফাজ উদ্দিন, সাং রাজারামপুর।

২। সুলতান, পিতা অজ্ঞাত, প্রবক্তো মোঃ আলাউদ্দিন ওরফে আলো, সাং-৮ নং নিউ টাউন, থানা কোতয়ালী, জেলা দিনাজপুর।

প্রতিনিধিগণঃ- ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, বাদী পক্ষের আইনজীবি।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান, আসামী পক্ষের আইনজীবি।

আদেশ নং-৫২, তারিখ ১৬-৩-৯৮।

অদ্য মামলাটি বিচারের জন্য দিন ধার্য আছে। আসামী মোঃ আলাউদ্দিন ওরফে আলো ও সুলতান আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত আছেন। নিযুক্ত আইনজীবি মামলায় হাজিরা প্রদান করেন। বাদী পক্ষে বিজ্ঞ কৌশলীও মামলায় হাজিরা প্রদান করেন। আসামীগনের পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী দাখিলী আবেদনে উল্লেখ করেন যে বাদী ও আসামী-গণ আদালতের বাহিরে আপোষ নিমাংসা করিয়াছেন সাপেক্ষে মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে উভয় পক্ষকে অব্যাহতি দিবার জন্য আসামীগণের পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী প্রার্থনা করেন। আবেদনে বাদী ও আসামীগণের স্বাক্ষর আছে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীকে আবেদন দেখানো হয়। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব মোঃ ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য জনাব কামরুল হাসান দারা কোর্ট গঠিত হইল। বাদীর হলফান্তে আদালতে জবান বন্দী গ্রহণ করা হইল।

দেখিলাম। উভয় পক্ষের কৌশলীগণের বক্তব্য শ্রবণ করিলাম। বিজ্ঞ সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হইল। প্রার্থনা মঞ্জুর করা গেল।

অতএব,

আদেশ হয়

বাদীকে অত্র মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার অনুমতি দেওয়া গেল। আসামীদেরকে অভি-যোগের দা: হইতে অব্যাহতি দেওয়া গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

অভিযোগ মামলা নং-৮/৯৭

মোঃ বেলাল হোসেন, পিতা মোঃ ইসমাইল হোসেন,
গ্রাম খর্ষকান, পোঃ মির্জাপুর, থানা শেরপুর, জেলা বগুড়া—প্রার্থক।

বনাম

১। সত্বাধিকারী, সাইদ ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেশিনারিজ, শেরপুর, বগুড়া।

২। প্রোঃ মোঃ ইবনে সাইদ, গ্রাম বিলনতার, পোঃ এলাঙ্গী,
থানা ধনুট, জেলা বগুড়া—প্রতিপক্ষ।

আদেশ নং-৫, তারিখ-২৫-৩-৯৮।

অদ্য মামলাটি ১ নং প্রতিপক্ষের জবাব দাখিল ও ২ নং প্রতিপক্ষের নোটিশ জারী অন্তে প্রাপ্তি রশিদের জন্য ধার্য আছে। অদ্য বাদী পক্ষ অনুপস্থিত আছেন। ১ নং প্রতিপক্ষ অদ্য ও অনুপস্থিত আছেন। ২ নং প্রতিপক্ষের নোটিশ জারী অন্তে এডি রিটার্ন আসে নাই। ২ নং প্রতিপক্ষকে ২৭-১০-৯৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী এডি সহ নোটিশ পাঠানো হয়। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুর রহমান ও শ্রমিক পক্ষে সদস্য আঃ সাত্তার ভারা দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল।

দেখিলাম। বাদীকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না।

অতএব,

আদেশ হয়

অত্র মোকদ্দমা বিনা তদবীরে খারিজ করা গেল।

মোঃ শওকত হোসেন
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।